CPS

মৌলিক গুণগত মানের মাপকাঠিসমূহ

ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস

মার্চ 2010

Core Quality Standards
Bengali edition, March 2010

মৌলিক গুণগত মানের মাপকাঠিসমূহ

ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস
মার্চ 2010

মুখবন্ধ

ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস (Crown Prosecution Service -CPS) ইংল্যান্ড এবং ওয়েলস-এর জন্য প্রধান সরকারী প্রসিকিউশন সার্ভিস অর্থা মামলা পরিচালনা পরিষেবা। 2010 সালের জানুয়ারী মাসে এটি রেভিনিউ অ্যান্ড কাস্টমস প্রসিকিউশনস অফিস-আরসিপিও (Revenue and Customs Prosecutions Office-RCPO)-এর সঙ্গে একীভূত হয়। এই পরিষেবার প্রধান হচ্ছেন ডিরেক্টর অব পাবলিক প্রসিকিউশনস-ডিপিপি (Director of Public Prosecutions -DPP), যিনি আবার হচ্ছেন ডিরেক্টর অব রেভিনিউ অ্যান্ড কাস্টমস প্রসিকিউশনস। ডিপিপি স্বতন্ত্রভাবে তার কার্য্যাবলী সমাধা করেন, যেগুলো অ্যাটর্নি জেনারেল (Attorney General)-এর নজরদারির আওতাধীন, যিনি আবার প্রসিকিউশন সার্ভিসের কার্য্যক্রমের ব্যাপারে পার্লামেন্টের নিকট দায়বদ্ধ।

গুণগত মানের মাপকাঠিসমূহে, প্রসিকিউটর *(prosecutors)* শব্দটি দ্বারা যাদের বুঝানো হয়েছে তারা হলেন প্রসিকিউশন সার্ভিস-এর সেইসব সদস্য যাদের পদবী হচ্ছে ক্রাউন প্রসিকিউটর (Crown Prosecutors); যে সকল প্রসিকিউটর আরসিপিও-এর সদস্য; প্রসিকিউশন অব অফেনসেস অ্যাক্ট ১৯৮৫ (Prosecution of Offences Act 1985)-এর ধারা 7A-এর আওতায় বর্ণিত অ্যাসোসিয়েট প্রসিকিউটরগণ (Associate Prosecutors) যারা ডিপিপি কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশাবলী অনুযায়ী তাদের ক্ষমতা চর্চা করেন; এবং আরসিপিও-এর অন্যান্য সদস্য যারা কমিশনারস ফর রেভিনিউ অ্যান্ড কাস্টমস অ্যাক্ট ২০০৫ (Commissioners for Revenue and Customs Act 2005) এর ধারা 39-এর আওতায় ডিরেক্টর অব রেভিনিউ অ্যান্ড কাস্টমস প্রসিকিউশনস হিসেবে ডিপিপি'র ক্ষমতাবলে পদায়নকৃত। অ্যাডভোকেট *(advocate)* শব্দটি ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা বুঝাই প্রাইভেট প্র্যাক্টিস-এ নিয়োজিত প্রসিকিউটর এবং ব্যারিস্টার বা সলিসিটরদের যারা আমাদের পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন।

প্রসিকিউটরগণকে সহায়তা করে থাকেন প্যারালীগাল স্টাফ অর্থা আনুষঙ্গিক আইনগত ধারণাসম্পন্ন কর্মীদল, যারা তাদের সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের জন্য দরকারী বেশির ভাগ কাজ সম্পন্ন করে থাকেন, এবং আরো সহায়তা করে থাকেন প্রশাসনিক স্টাফগণ, যাদের কাজকর্মের মধ্যে রয়েছে মামলাসমূহের অগ্রগতি অনুসরণ করা, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা, প্রাপ্ত বিষয়বস্তু মামলার নথিসমূহের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা এবং নথির অনুলিপি তৈরি করা ও নথি প্রেরণ করা।

গুণগত মানের মাপকাঠিসমূহে, পুলিশ বা অন্যান্য তদন্তকারীগণ বলতে বুঝানো হয়েছে তদন্তকারী সকল সংস্থার সদস্যবৃন্দকে, যার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সিরিয়াস অর্গানাইজড ক্রাইম এজেন্সি (Serious Organised Crime Agency) বা গুরুতর সংগঠিত অপরাধ বিষয়ক সংস্থা এবং ইউকে বর্ডার এজেন্সি (UK Border Agency), যারা মামলা প্রস্তুত করে তা প্রসিকিউশন সার্ভিসের নিকট উপস্থাপন করে থাকে।

পুলিশ এবং অন্যান্য তদন্তকারীরা কোন অপরাধ সংঘটিত হওয়ার অভিযোগ তদন্ত করার জন্য দায়ী। অধিকতর গুরুতর বা জটিল ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফৌজদারী অপরাধের অভিযোগ আনা হবে কি না, আর যদি তাই হয়, তাহলে সেই অপরাধটি কী হবে তা প্রসিকিউটরগণ নির্ধারণ করেন। অন্যান্য ক্ষেত্রে পুলিশ সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করতে পারে বা তার বিরুদ্ধে সমন জারী করতে পারে, কিন্তু মামলাটি অগ্রসর হবে কিনা সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রসিকিউটরগণের দায়িত্ব। পুলিশ এবং অন্যান্য তদন্তকারীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করলেও প্রসিকিউশন সার্ভিস তাদের প্রভাব থেকে মুক্ত। প্রসিকিউটরদের স্বাধীনতার বিষয়টি মৌলিক সাংবিধানিক গুরুত্ব বহন করে।

প্রসিকিউশন সার্ভিস-এর সদস্যবর্গকে অবশ্যই হতে হবে পক্ষপাতহীন, স্বাধীন ও বস্তুনিষ্ঠ। ব্যক্তি, বিবাদী, ভুক্তভোগী বা কোন সাক্ষীর নৃতাত্ত্বিক বা জাতিগত উস, লিঙ্গ, প্রতিবন্ধিত্ব, বয়স, ধর্ম বা বিশ্বাস, রাজনৈতিক মতাদর্শ, লৈঙ্গিক পছন্দ বা লৈঙ্গিক পরিচয় সম্পর্কে তাদের ব্যক্তিগত মতামত যেন কিছুতেই তাদের সিদ্ধান্ত বা কার্য্যাবলীকে প্রভাবিত না করে।

মামলা পরিচালনার ব্যাপারে সিদ্ধান্তগ্রহণের সময় বর্ণ, প্রতিবন্ধিত্ব ও লৈঙ্গিক সমতার স্বপক্ষে পরিচালিত সরকারী সংগঠনসমূহের আইনগত বাধ্যবাধকতার প্রতিও তাদের যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করতে হবে।

গুণগত মানের এ সকল মাপকাঠিতে সন্দেহভাজন কথাটি দ্বারা বুঝানো হয়েছে এমন কোন ব্যক্তিকে যাকে আনুষ্ঠানিকভাবে ফৌজদারী কার্য্যবিধির আওতায় আনা হয়নি; বিবাদী বলতে বুঝানো হয়েছে এমন ব্যক্তিকে যাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে বা যার বিরুদ্ধে সমন জারী করা হয়েছে; এবং অপরাধী বলতে বুঝানো হয়েছে এমন ব্যক্তিকে যিনি কোন পুলিশ অফিসার বা তদন্তকারী বা প্রসিকিউটর-এর নিকট নিজের দোষ স্বীকার করেছেন, অথবা কোন আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন।

প্রসিকিউশন সার্ভিসের উদ্দেশ্য ও কার্য্যাবলী ব্যাখ্যা করে এমন যে দুটি দলিল প্রকাশিত হয়েছে এবং সর্বত্র পাওয়া যায়, মৌলিক গুণগত মানের মাপকাঠিসমূহ শীর্ষক এই পুস্তিকাটি তারই মধ্য থেকে একটি । দ্বিতীয়টি হচ্ছে ক্রাউন প্রসিকিউটরদের আচরণবিধি (Code for Crown Prosecutors)। শুধুমাত্র আচরণবিধিটুকু আইনের মাধ্যমে জারীকৃত। এগুলো একত্রে জনগণকে অবহিত করে যে প্রসিকিউটরগণ কী করেন; তারা কিভাবে তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন; এবং প্রসিকিউশন সার্ভিস এর কাজের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ভাগে কোনমাত্রার পরিষেবা প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

মৌলিক গুণগত মানের মাপকাঠিসমূহ (Core Quality Standards booklet) শীর্ষক এই পুস্তিকাটি এবং আচরণবিধি এই পুস্তিকার পেছনের মোড়কে মুদ্রিত তালিকায় দেওয়া যোগাযোগের স্থানসমূহ থেকে সংগ্রহ করা যাবে।

ভূমিকা

সিপিএস এবং আরসিপিও-এর মূল ভূমিকা হচ্ছে জনগণের সুরক্ষা, ভুক্তভোগী ও সাক্ষীকে সহায়তা প্রদান এবং ন্যায়বিচার প্রদান করা।

জনগণকে রক্ষা করা: অপরাধ কমিয়ে আনা এবং জনগণের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পালনীয় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব প্রসিকিউটর হিসেবে আমাদের রয়েছে। আমরা হব দৃশ্যমান এবং দায়বদ্ধ; প্রতিনিধিত্বশীল এবং বিস্তৃত। যে কমিউনিটিকে আমরা পরিষেবা প্রদান করি তাদের সঙ্গে খোলামেলাভাবে সততার সঙ্গে কাজ করবো। জনগণের উদ্বেগ আমাদের সিদ্ধান্তসমূহে প্রতিফলিত হবে।

ভুক্তভোগী ও সাক্ষীকে সহায়তা প্রদান: আমরা ফৌজদারী বিচার প্রক্রিয়ার সকল স্তরে ভুক্তভোগী ও সাক্ষীর কার্যকরী অংশগ্রহণ সক্ষম করে তুলবো, উৎসাহিত করবো এবং সহায়তা প্রদান করবো।

ন্যায়বিচার প্রদান করা: আমরা নিশ্চিত করবো যেন সঠিক ব্যক্তিবর্গ প্রসিকিউশনের ব্যাপারে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেন। অপরাধী আচরণের ব্যাপারে আমরা সর্বোচ্চ কার্যক্ষম ও দক্ষ উপায়ে ন্যায্যভাবে, যথাযথরূপে ও শক্ত হাতে কাজ করবো, এমন একটি উপায়ে যা স্বচ্ছ, যাতে জনগণ বুঝতে পারে সিদ্ধান্তসমূহ কী কারণে নেওয়া হয়েছে। আদালত ব্যবস্থাকে আমরা যতদূর সম্ভব কার্যকর ও দক্ষ করে তুলতে সাহায্য করবো। ভুক্তভোগী, সাক্ষী, সন্দেহভাজন ব্যক্তি ও বিবাদীগণসহ আমাদের সিদ্ধান্ত দ্বারা প্রভাবিত সকলের মানবাধিকারের প্রতি আমরা সম্মান প্রদর্শন করবো ও তা রক্ষা করবো।

মৌলিক গুণগত মানের মাপকাঠিসমূহ

প্রসিকিউটর হিসেবে আমরা জনগণের পক্ষে আমাদের ক্ষমতা চর্চা করে থাকি। আমরা জনসেবা প্রদান করে থাকি একগুচ্ছ গণমূখী মৌলিক গুণগত মানের মাপকাঠিসমূহ (Core Quality Standards) অনুসারে, যেগুলোতে বর্ণিত রয়েছে জনগণ তাদের পক্ষে মামলা পরিচালনাকারীদের নিকট থেকে পরিষেবার কী মান প্রত্যাশা করার অধিকার রাখেন। মামলা পরিচালনা পরিষেবা প্রদানকারী সকলের জন্য এগুলো প্রযোজ্য।

মামলা পরিচালনাকারীদের কর্তব্য পালনে উচ্চ মান বজায় রাখতে তাদের ওপর নির্ভরশীল ভুক্তভোগী, সাক্ষী, সন্দেহভাজন ব্যক্তি ও বিবাদীগণের নিকট মানের মাপকাঠিসমূহ গুরুত্ব বহন করে। পুলিশ, আদালত এবং অন্যান্য ফৌজদারী বিচার সংস্থাও মানসমূহ বুঝতে চাইবেন কারণ দক্ষ ও কার্যকরী পরিষেবা প্রদান করতে তারা প্রসিকিউটরগণের ওপর নির্ভর করেন। জনগণ এবং যারা প্রসিকিউটরগণকে তত্ত্বাবধান, নিরীক্ষা ও পরিদর্শন করেন তারা এই মর্মে আশ্বাস চাইবেন যে মানসমূহ যেন একটি গুরুত্বপূর্ণ জনসেবা প্রদানের প্রচেষ্টাপূর্ণ ও দক্ষ উপায় হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করে, এবং তারা প্রসিকিউটরদের নিকট থেকে তাদের কর্মসম্পাদনের জন্য জবাবদিহিতা চাইবেন।

মানসমূহ উত্তম অনুশীলনের ওপর ভিত্তি করে রচিত এবং এগুলোতে আমাদের আইনগত ও পেশাগত বাধ্যবাধকতার প্রতিফলন ঘটে। আমরা যেন ফৌজদারী কার্যবিধি[১] অনুসরণ করি তা নিশ্চিত করতে এগুলো তৈরি করা হয়েছে। আমরা অন্যান্য প্রসিকিউটর এবং ফৌজদারী বিচারকার্য পরিচালনাকারীদের সঙ্গে পরামর্শ করেছি। কমিউনিটি ইনভলভমেন্ট প্যানেল-এর মতামত চেয়েছি এবং মানসমূহকে সকলের জন্য সহজপ্রাপ্য করে দিচ্ছি, যাতে করে যারা আমাদের সংস্পর্শে আসবে তাদের এবং প্রসিকিউটরদের কর্মকাণ্ডের ওপর যাদের আস্থা থাকা দরকার, অর্থাৎ বৃহত্তর জনগণের অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে আমরা এগুলো তৈরি করতে পারি।

মানসমূহ আমাদের কাজের সেইসব মূল ক্ষেত্রগুলোকে আওতাভুক্ত করে যেগুলো জনগণের ওপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলে। সেগুলো আমাদের মামলাকার্যের সব বিষয়ের কোন পরিপূর্ণ তালিকা তৈরির উদ্দেশ্যে নয়। প্রসিকিউটরদের কার্যাবলী এবং মানসম্পন্ন পরিষেবার কতগুলো সুনির্দিষ্ট ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ এগুলোতে তুলে ধরা হয়েছে। এগুলো গুণগত মানের সেই মূলধারাকে প্রকাশ করে যা প্রসিকিউশন সার্ভিসের সকল কাজের মধ্যে থাকা উচিত। এগুলো অনুসরণ করতে গিয়ে আমাদের সহযোগী এজেন্সিসমূহ এবং জনগণের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে সবসময় সৌজন্যবোধ, সম্মান ও পেশাদারিত্ব বজায় রাখা উচিত। আমরা প্রত্যাশা রাখি যে জনসাধারণ, বিশেষত যারা প্রসিকিউশন সার্ভিসের সংস্পর্শে আসে তারা এ সকল মান এবং আমাদের কার্যাবলী সংক্রান্ত প্রকাশিত তথ্যাবলী ব্যবহার করে যাচাই করবে আমরা কতটা ভালভাবে কাজ করি।

আলোচ্য মানসমূহের সমর্থনে আরো বিস্তারিত কিছু নথি রয়েছে, যাতে সুনির্দিষ্ট ধরণের অপরাধ নিয়ে কাজ করার নির্দেশনা সহকারে আমাদের কার্যাবলীর সকল দিক বর্ণিত রয়েছে। এ সকল নথির অধিকাংশ পাওয়া যাবে আমাদের ওয়েবসাইট www.cps.gov.uk –তে অথবা অনুরোধ সাপেক্ষে (বিস্তারিত জানতে পেছনের মোড়ক দেখুন)।

এটি লক্ষ্য করা জরুরী যে মানসমূহে উল্লেখিত কতগুলো নথি সংক্রান্ত গোপনীয়তা বজায় রাখার একটা দায়িত্ব প্রসিকিউশন সার্ভিসের রয়েছে; উদাহরণস্বরূপ, ২ নম্বর মান-এ বর্ণিত অভিযুক্তকরণের সিদ্ধান্তের দলিলসমূহ।

---

[১] এগুলো হচ্ছে লর্ড চীফ জাস্টিস কর্তৃক অনুমোদিত বিধিমালা যার আলোচ্য বিষয় হল মামলাসমূহ কী উপায়ে বাদী ও বিবাদী পক্ষ কর্তৃক প্রস্তুত করা হবে এবং আদালত কিভাবে মামলাসমূহের ব্যবস্থাপনা করবে। এগুলো মিনিস্ট্রি অব জাস্টিস বা আইন মন্ত্রণালয়-এর ওয়েবসাইট (www.justice.gov.uk) থেকে বা এই ঠিকানা হতে পাওয়া যাবে: TSO Orders/Post Cash Department, The Stationery Office, PO Box 29, Norwich NR31GN.

এই মানগুলোর সমর্থনে আরো রয়েছে প্রকাশিত একগুচ্ছ কর্মসম্পাদন ব্যবস্থা, যেগুলো প্রতিটি মানের ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত অর্জন নির্ধারণ করে। এ সকল ব্যবস্থা প্রসিকিউশন সার্ভিস কর্তৃক নিয়মিত সংগৃহীত কর্মসম্পাদনের উপাত্ত ব্যবহার করে। কর্মসম্পাদন সংক্রান্ত যে কোন নতুন ব্যবস্থা সতর্কভাবে মূল্যায়িত হবে এটা নিশ্চিত করতে যে সেগুলো যেন কর্মসম্পাদনের মান যাচাইয়ের জন্য একটি সঠিক ও সাশ্রয়ী উপায়ের ব্যবস্থা করে। এ সকল ব্যবস্থা অনুযায়ী আমরা আমাদের সম্পন্ন কাজ সম্পর্কে নিয়মিতভাবে জনগণের নিকট তথ্য প্রকাশ করবো।

প্রসিকিউশন সার্ভিসের কাছে মানগুলোর মৌলিক গুরুত্ব রয়েছে। এগুলো আমাদের কার্যাবলী সংগঠনে এবং কাজের সহায়ক ব্যবস্থা ও প্রক্রিয়া নির্ধারণে আমাদেরকে নির্দেশনা প্রদান করে। এগুলোতে বর্ণিত পরিষেবা প্রদানে আমরা ব্যর্থ হলে জনসাধারণ আমাদেরকে দায়ী করবে বলে আমরা মনে করি, এবং প্রসিকিউটর হিসেবে আমরা আমাদের সাফল্য বিচার করবো নিরবচ্ছিন্নভাবে এ সকল গুণগত মান প্রদানে আমাদের সক্ষমতা দ্বারা।

এই নথিতে বর্ণিত ১২টি গুণগত মান আমাদের কাজের একটি সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রকে আওতাভুক্ত করে। মানগুলোর একটি তালিকা পৃষ্ঠা 6 ও 7-এ রয়েছে। পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহে এগুলোর বিষয়বস্তু তুলে ধরা হয়েছে।

আমরা নিয়মিত এই মানসমূহ পর্যালোচনা করবো এটা নিশ্চিত করতে যে এগুলো অব্যাহতভাবে কোন মৌলিক গুণগত মানসম্পন্ন পরিষেবা বর্ণনা করে। মানের ব্যাপারটি গুরুত্বপূর্ণ এমন নতুন আরো ক্ষেত্র চিহ্নিত হলে আমরা সেখানেও এগুলো যুক্ত করবো।

মৌলিক গুণগত মানের মাপকাঠিসমূহ

মান **1:** কার্য্যকরভাবে অপরাধ মোকাবেলায় এবং অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনতে পুলিশ এবং অন্যান্য তদন্তকারীদের সহায়তা করতে আমরা পরামর্শ প্রদান করবো।

মান **2:** আমরা কোড ফর ক্রাউন প্রসিকিউটরস (Code for Crown Prosecutors) অর্থাৎ ক্রাউন প্রসিকিউটরদের আচরণবিধি অনুযায়ী সময়মত কার্য্যকরী ও পক্ষপাতহীনভাবে অভিযোগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবো।

মান **3:** ভুক্তভোগীদের দ্রুত ক্ষতিপূরণ সাধনে এবং অপরাধীদের পুনর্বাসনে বা শাস্তিবিধানে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আমরা মামলা পরিচালনার বিকল্প হিসেবে আদালতে-না-গিয়ে নিষ্পত্তির উপায়সমূহ কাজে লাগাবো।

মান **4:** ভুক্তভোগী এবং জনসাধারণের ঝুঁকির কথা বিবেচনায় রেখে যেখানে প্রযোজ্য আমরা বিবাদীর জামিনের বিরোধিতা করবো।

মান **5:** আমরা আমাদের সকল মামলা দ্রুত এবং ফৌজদারী কার্য্যবিধি (Criminal Procedure Rules) অনুযায়ী প্রস্তুত করবো, যেন শীঘ্রতম সুযোগে অপরাধ সম্পর্কে আবেদন করা যায় এবং নির্ধারিত তারিখে ন্যায় বিচার অনুষ্ঠিত হয়।

মান **6:** আমরা আমাদের সকল মামলা পক্ষপাতহীনভাবে ও জোরালোভাবে উপস্থাপন করবো।

মান **7:** আমরা ভুক্তভোগী ও সাক্ষীর চাহিদা নিরূপণ করবো, তাদের মামলার অগ্রগতি সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত রাখবো এবং সর্ব্বোত্তম প্রমাণাদি উপস্থাপনে তাদের সাহায্য করতে যথাযথ সমর্থন সংগ্রহ করবো।

মান **8:** আমরা যখন মামলা বন্ধ করে দেই বা অভিযোগে বড় ধরণের পরিবর্তন আনি তখন আমাদের সিদ্ধান্ত ভুক্তভোগীদের নিকট আমরা ব্যাখ্যা করবো।

মান **9:** আমরা আদালতকে রায় প্রক্রিয়ায় সহায়তা করবো এবং অপরাধের ফলে প্রাপ্ত অর্থ জব্দ করার জন্য প্রার্থনা করবো।

মান **10:** যখন আমরা মনে করবো আদালত আইনগতভাবে ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, তখন আমাদের আপীল করার অধিকার চর্চা করা উচিত কি না আমরা তা বিবেচনা করবো।

মান **11:** আমাদের সিদ্ধান্ত ও পরিষেবাসমূহের ব্যাপারে উত্থাপিত অভিযোগগুলো নিয়ে আমরা দ্রুত এবং খোলাখুলিভাবে কাজ করবো।

মান **12:** কমিউনিটিসমূহের সঙ্গে আমরা সম্পৃক্ত থাকবো, যাতে করে আমাদের সিদ্ধান্তগ্রহণের সময় তাদের উদ্বেগ সম্পর্কে আমরা অবহিত থাকি।

মান 1:

কার্যকরভাবে অপরাধ মোকাবেলায় এবং অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনতে পুলিশ এবং অন্যান্য তদন্তকারীদের সহায়তা করতে আমরা পরামর্শ প্রদান করবো।

1.1 পুলিশ ও অন্যান্য তদন্তকারীদের আমরা পরামর্শ প্রদান করে থাকি যখন তারা তা আমাদের কাছে চায়, এটি কখনো কখনো এমন সময় হতে পার যখন তারা কোন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে আটক করার জন্য প্রস্তুত রয়েছে। সাধারণত এটি ঘটে:

ক) জনসাধারণের জন্য গুরুতর ঝুঁকিস্বরূপ বলে মনে করা হয় এমন সন্দেহভাজন ব্যক্তির ক্ষেত্রে;

খ) আদালতে সাক্ষ্যপ্রমাণ কিভাবে ব্যবহৃত হবে তা প্রভাবিত করতে পারে এমন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত যেক্ষেত্রে প্রয়োজন হয়;

গ) যেক্ষেত্রে বিশেষ কোন কমিউনিটি বা গ্রুপ ক্রমাগত আইন লঙ্ঘনের বা সমাজ বিরোধী কার্যকলাপের শিকার; অথবা

ঘ) যেক্ষেত্রে কোন অস্বাভাবিক বা স্পর্শকাতর অপরাধ বা আইন লঙ্ঘনের ঘটনা তদন্তাধীন রয়েছে, যেমন যৌথভাবে নরহত্যা বা নির্বাচনে জালিয়াতি। 1.2 একটি সম্মত কঠোর সময়সীমার মধ্যে আমরা উচ্চ-মানের পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্য পোষণ করি।

1.3 পরামর্শসমূহের কারণ উল্লেখ করে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কর্ম-পরিকল্পনার একটি তালিকা সহকারে লিখিতভাবে প্রদান করা হয় বা সুনিশ্চিত করা হয়।

1.4 যে বিষয়গুলোর ওপর আমরা পরামর্শ প্রদান করে থাকি তা হল:

ক) অভিযোগ আনয়ন করার মত সম্ভাব্য অপরাধসমূহ বা অপরাধ বিষয়ে ব্যবস্থাগ্রহণের অন্যান্য উপায়সমূহ, যেন তদন্ত প্রক্রিয়া যথাযথভাবে এবং দক্ষভাবে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যাভিমুখী হয়;

খ) যতদূর সম্ভব শক্ত মামলা প্রস্তুত করতে তদন্তের সম্ভাব্য ধারা;

গ) সাক্ষ্যপ্রমাণের সম্ভাব্য গ্রহণযোগ্যতা;

ঘ) আদালতে সর্বোত্তম উপায়ে উপস্থাপনের জন্য সাক্ষ্যপ্রমাণ যেভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে;

ঙ) কার্যকরী প্রমাণের সম্ভাবনাময় প্রয়োজনীয়তা;

চ) অব্যবহৃত জিনিসপত্র কিভাবে বিন্যস্ত করা যেতে পারে;

ছ) সহায়ক আদেশ, যেমন সমাজ-বিরোধী আচরণ আদেশ, জারীর জন্য আদালত বরাবর অনুরোধ জানানোর সম্ভাবনা, এবং আবেদনের সমর্থনে দরকারী প্রমাণাদি সংগ্রহ;

জ) প্রমাণ সংগ্রহে কোন সাক্ষীর সহযোগিতা বা আদালতের আদেশ পেতে এরূপ বিশেষ ক্ষমতাসমূহের ব্যবহার যার জন্য প্রসিকিউটরের সম্মতি প্রয়োজন;

ঝ) সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে বিচারের জন্য নিজ দেশে ফেরত পাঠানো;

ঞ) সন্দেহভাজন ব্যক্তির সম্পত্তি আটক; এবং

ট) বিদেশ থেকে কিভাবে প্রমাণাদি সংগ্রহ করা যায়।

মান 2:

আমরা কোড ফর ক্রাউন প্রসিকিউটরস[২] (Code for Crown Prosecutors) অর্থাৎ ক্রাউন প্রসিকিউটরদের আচরণবিধি অনুযায়ী সময়মত কার্যকরী ও পক্ষপাতহীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবো।

2.1 অধিকত্র গুরুতর বা জটিল ক্ষেত্রসমূহে কোন সন্দেহভাজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হবে কি না সে বিষয়ে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকি। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে আমরা কোড ফর ক্রাউন প্রসিকিউটরস-এ বিবৃত মানদণ্ড ও নির্দেশনাসমূহ প্রয়োগ করি। পুলিশ ও প্রসিকিউটরগণ কর্তৃক অনুসৃত কার্যবিধি বর্ণিত রয়েছে ডিরেক্টর'স গাইড্যান্স অন চার্জিং[৩] (Director's Guidance on Charging) বা অভিযোগ আনয়নে ডিরেক্টর-এর নির্দেশাবলী-তে।

2.2 আমরা সম্মত কঠোর সময়সীমার মধ্যে আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের এবং তা পুলিশ ও অন্যান্য তদন্তকারীদের জানানোর লক্ষ্য পোষণ করি।

2.3 অভিযোগ আনয়নের সিদ্ধান্তের কারণ, বাদী পক্ষ কিভাবে এর মামলাটি আদালতে পেশ করবে এবং কোন দুর্বলতা বা বিবাদীর সম্ভাব্য আত্মরক্ষার কৌশল নিয়ে কিভাবে অগ্রসর হতে হবে এগুলো আমরা রেকর্ড বা লিপিবদ্ধ করি। প্রয়োজনীয় বাড়তি কোন কাজও আমরা নির্ধারণ করি, যার অন্তর্ভুক্ত হল:

ক) মামলাটি সুসংহত করতে বা সহায়ক আদেশ, যেমন সমাজ-বিরোধী আচরণ আদেশ, জামীর জন্য বা আটকের জন্য আদালত বরাবর করা আবেদনের সমর্থনে সুনির্দিষ্ট কোন প্রমাণ সন্ধান করা প্রয়োজন;

খ) মামলাটি বিবাদীর সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণের উপযুক্ত কি না যাতে করে পুলিশ আগেভাগেই প্রয়োজনীয় কাজ শুরু করতে পারে;

গ) সাক্ষীদের অপ্রয়োজনীয় উপস্থিতি এড়াতে অ্যাডভোকেট বা আইনজীবির কোনপ্রমাণ-এর ব্যাপারে বিবাদী পক্ষের সঙ্গে সম্মতি অর্জনের চেষ্টা করা উচিত;

ঘ) যদি ইতোমধ্যে জানা থাকে তাহলে, সেগুলো কিভাবে পূরণ করা হবে তার রূপরেখা প্রণয়ন, যার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ঝুঁকিপ্রবণ বা সন্ত্রস্ত সাক্ষীদের দ্বারা কার্যকরভাবে সাক্ষ্যপ্রদান সম্ভব করে তুলতে কী বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার;

ঙ) যদি বিবাদী আদালতে নিজেকে নির্দোষ দাবী করে সেক্ষেত্রে কোন প্রমাণের ক্ষেত্রে তা ব্যবহারের জন্য আদালতের অনুমতি প্রয়োজন (যেমন মন্দ চরিত্রের প্রমাণ এবং অপরের কাছ থেকে শোনা অভিযোগ); এবং

চ) ইতোমধ্যে বিদ্যমান তথ্যসমূহের কোনগুলো অব্যবহৃত জিনিসের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

2.4 যেক্ষেত্রে মনে করা হয় কোন সাক্ষীর প্রমাণের নির্ভরযোগ্যতা মূল্যায়ন করতে বা জটিল কোন সাক্ষ্যপ্রমাণ ভালভাবে অনুধাবন করতে কাজে আসবে, সেক্ষেত্রে যথাযথভাবে প্রশিক্ষিত এবং অনুমোদিত একজন প্রসিকিউটর কর্তৃক সংশ্লিষ্ট কোড অব প্র্যাক্টিস অনুযায়ী সাক্ষীর বিচার-পূর্ব সাক্ষাতকার গ্রহণ করা উচিত।

2.5 আমাদের কর্মের মধ্যে আরো রয়েছে:

---

[২] আমাদের ওয়েবসাইট (www.cps.gov.uk) থেকে বা অনুরোধ সাপেক্ষে পাওয়া যায় (বিস্তারিত জানতে পেছনের মোড়ক দেখুন)।

[৩] আমাদের ওয়েবসাইট (www.cps.gov.uk) থেকে বা অনুরোধ সাপেক্ষে পাওয়া যায় (বিস্তারিত জানতে পেছনের মোড়ক দেখুন)।

ক) জামিনের বিরোধিতা করা হবে কি না, যদি তা হয়, সেক্ষেত্রে কারণসমূহ, অথবা, প্রযোজ্য হলে, অ্যাডভোকেট কী শর্ত আরোপের জন্য আদালতের প্রতি অনুরোধ জানাবেন, এ সকল বিষয় নির্ধারণ করা;

খ) বাদী পক্ষের আপত্তি সত্বেও জামিন মঞ্জুর করা হলে, আপীল করার অধিকার আছে কি না এবং অ্যাডভোকেট এটি কাজে লাগাবেন কি না তা নির্দেশ করা;

গ) মামলাটি পরিচালনার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটগণকে অনুরোধ জানানোর মত উপযুক্ত কি না, অথবা এতটা গুরুতর কি না যে এটি ক্রাউন কোর্টের কাছে ন্যাস্ত করার জন্য অ্যাডভোকেট ম্যাজিস্ট্রেটগণকে অনুরোধ জানাবেন তা নির্ণয় করা;

ঘ) গ্রহণযোগ্য কোন বিকল্প দোষ স্বীকার, বা দোষ স্বীকারের ভিত্তি নিরূপণ করা, সাথে এটা নিশ্চিত করা যে আদালত যেন অপরাধের গুরুত্বের সাথে সঙ্গতি রেখে রায় প্রদান করে, বিশেষত যেখানে পরিস্থিতি আরো নাজুক হওয়ার সুযোগ থাকে; এবং

ঙ) বিবাদীর শাস্তি ঘোষণা ছাড়াও আরো কোন আদেশ জারীর জন্য অ্যাডভোকেট আদালতের প্রতি অনুরোধ জানাবেন কি না তা নির্ণয় করা।

2.6 যেক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত পরিবর্তনযোগ্য নয়, সেক্ষেত্রে প্রসিকিউটর নির্ধারণ করেন অপরাধের কোন উপাদানগুলো প্রমাণ করা যায় না, এর কারণ, বা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, কেন জনস্বার্থে কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে মামলা পরিচালনার প্রয়োজন নেই।

মান 3:

ভুক্তভোগীদের দ্রুত ক্ষতিপূরণ সাধনে এবং অপরাধীদের পুনর্বাসনে বা শাস্তিবিধানে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আমরা মামলা পরিচালনার বিকল্প হিসেবে আদালতে-না-গিয়ে নিষ্পত্তির উপায়সমূহ কাজে লাগাবো।

3.1 মামলা পরিচালনার স্বপক্ষে যথেষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণ রয়েছে এই মর্মে একবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে আমরা বিবেচনা করবো মামলা পরিচালনার বিকল্প হিসেবে আদালতে-না-গিয়ে নিষ্পত্তির কোন উপায় রয়েছে কি না, যা অপরাধের গুরুত্ব ও পরিণতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, এবং যা পুনর্বাসন, ক্ষতিপূরণ বা শাস্তিবিধানের লক্ষ্যসমূহ পূরণ করে।

3.2 পুলিশ এবং অন্যান্য তদন্তকারীগণ আদালত-বহির্ভূত কতগুলো নিষ্পত্তি নিজেরা করলেও, অপরাধ যদি এতটা গুরুতর হয় যে অভিযোগ আনা হলে কেবলমাত্র ক্রাউন কোর্টে মামলা পরিচালনা করা যাবে, সেক্ষেত্রে কোন অপরাধীর বিরুদ্ধে সাধারণ সতর্কতা[8] জারীর পূর্বে তাদের প্রসিকিউটরের কর্তৃত্ব প্রয়োজন। শুধুমাত্র ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে এ সকল অভিযোগের জন্য আমরা সতর্কতা জারী অনুমোদন করি। যদি অপরাধী স্পষ্টভাবে দোষ স্বীকার করে থাকে, তাহলে অন্যান্য ক্ষেত্রেও আমরা পুলিশকে সাধারণ সতর্কতা জারীর নির্দেশ দিতে পারি, বা উদাহরণস্বরূপ, শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে শাস্তির বিজ্ঞপ্তি (Penalty Notice for Disorder) জারী করার জন্য পরামর্শ দিতে পারি। শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে শাস্তির বিজ্ঞপ্তি জারী করার সিদ্ধান্তটি অবশ্য পুলিশের।

3.3 শর্তযুক্ত সতর্কতা জারী করার পূর্বে পুলিশ এবং অন্যান্য তদন্তকারীদের একজন প্রসিকিউটরের কর্তৃত্বও প্রয়োজন। শর্তযুক্ত সতর্কতার ক্ষেত্রে আমরা শর্তসমূহ উল্লেখ করে দিই যা অপরাধীকে অবশ্যই মেনে চলতে হবে।

3.4 সাধারণ সতর্কতা জারী করা হবে, না কি শর্তযুক্ত সতর্কতা, সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা কোড ফর ক্রাউন প্রসিকিউটরস-এ বর্ণিত জনস্বার্থের উপাদানসমূহ, বিশেষ করে যে কোন ভুক্তভোগীর মতামত, এবং ডিরেক্টর'স গাইড্যান্স অন কন্ডিশনাল কশনিং (Director's Guidance on Conditional Cautioning) ও সংশ্লিষ্ট হোম অফিসের পরিপত্রসমূহ বিবেচনায় এনে থাকি।

3.5 শর্তযুক্ত সতর্কতা জারী করা হবে কি না সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় যে বিষয়গুলো আমরা বিবেচনায় আনি তা হলো:

ক) আদালতে নেওয়ার পরিবর্তে, অপরাধী যে ক্ষতিসাধন করেছে তার প্রতিকার করার সুযোগ তাদের রয়েছে কি না। উদাহরণস্বরূপ, সাধিত ক্ষতির মেরামতের জন্য তারা অর্থ প্রদান করতে পারে, বা ভুক্তভোগীদের আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে পারে;

খ) তাদের অপরাধের (যেমন অ্যালকোহল বা মাদকের অপব্যবহার) অন্তর্নিহিত কারণ বিষয়ে তাদের সাহায্য করবে এমন কোন কার্যক্রমে যোগ দেওয়ার শর্ত তাদেরকে অপরাধ করা থেকে বিরত রাখতে সক্ষম হবে কি না;

গ) এটি সন্দেহভাজন ব্যক্তি, ভুক্তভোগী বা কমিউনিটির স্বার্থে কি না; এবং

ঘ) অপরাধীর আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান করার বা বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করার প্রয়োজন হবে কিনা।

---

[8] যুবা অপরাধীদের বিরুদ্ধে সাধারণ সতর্কতা জারী করা যাবে না। অবশ্য তাদেরকে তিরস্কার (Reprimand) বা চূড়ান্ত হুঁশিয়ারি (Final Warning) দেওয়া যেতে পারে। এ সকল শাস্তির ক্ষেত্রেও সুবিধার জন্য আলোচ্য মানসমূহে আমরা সতর্কতা কথাটি ব্যবহার করি। যুবা অপরাধীদের বিরুদ্ধে শর্তযুক্ত সতর্কতা জারী করা যেতে পারে।

3.6 সহিংসতার অপরাধের জন্য শর্তযুক্ত সতর্কতা অনুমোদন করা যাবে না, যদি না তা কম গুরুত্বসম্পন্ন হয় এবং অভিযোগ আনা হলে তা কেবল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে পরিচালনা করা যায়।

3.7 যদি সন্দেহভাজন ব্যক্তি সাধারণ সতর্কতা মেনে নিতে ব্যর্থ হয় অথবা শর্তযুক্ত সতর্কতা জারী করার ক্ষেত্রে দোষ স্বীকার না করে, তাহলে অবশ্যই মূল অপরাধের জন্য তার বিরুদ্ধে মামলা পরিচালনা করতে হবে।

3.8 যদি অপরাধী আদালত-বহির্ভূত কোন নিষ্পত্তির শর্তাবলী পালন না করে, তাহলে আমরা জনস্বার্থের বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করবো এবং তাকে অভিযুক্ত করা হবে কি না সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেব। সাধারণত মূল অপরাধের জন্য মামলা পরিচালনা করা উচিত।

3.9 অপরাধী পরবর্তীতে অন্য কোন অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হলে আমরা তার বিরুদ্ধে পূর্বে আনীত সাধারণ সতর্কতা এবং শর্তযুক্ত সতর্কতার বিষয়টি আদালতের নজরে আনবো।

মান 4:

ভুক্তভোগী এবং জনসাধারণের ঝুঁকির কথা বিবেচনায় রেখে যেখানে প্রযোজ্য আমরা বিবাদীর জামিনের বিরোধিতা করবো।

4.1 প্রায় সকল বিবাদীর জামিন পাওয়ার অধিকার রয়েছে, যদি না জামিন নামঞ্জুর করার নির্দিষ্ট সংখ্যক কারণের মধ্য থেকে এক বা একাধিক প্রতিষ্ঠা[৫] করা যায়।

4.2 প্রতিটি শুনানীতে অ্যাডভোকেট বিবেচনা করেন বিবাদীর জামিনের বিরোধিতা করার, অথবা জামিনের ওপর শর্তাবলী আরোপের জন্য আদালতকে অনুরোধ জানানোর কোন ভিত্তি রয়েছে কি না।

4.3 এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় আমরা বিবেচনায় আনবো:

ক) বিবাদীর জামিন মঞ্জুরের পূর্ব্বে, অপরাধটি কি সীমিত সংখ্যক কতগুলোর একটি, যেগুলোতে অবশ্যই কোন বিশেষ পরিস্থিতি থাকে;

খ) বিবাদীর বিরুদ্ধে উপস্থাপিত সাক্ষ্যপ্রমাণের প্রকৃতি ও শক্তি;

গ) যে অপরাধের জন্য সে অভিযুক্ত হয়েছে তার গভীরতা;

ঘ) অতীতে বিবাদীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, যার মধ্যে রয়েছে তার জামিন মেনে চলার ইতিহাস;

ঙ) বিবাদী অন্যান্য অপরাধের জন্য ইতোমধ্যে জামিনের আওতায় রয়েছে কি না;

চ) একই ধরণের অভিযোগের কোন ইতিহাস;

ছ) সাক্ষী বা প্রমাণ সম্পর্কে বিবাদী কোন বিরোধে জড়াতে পারে এমন কোন তথ্য; এবং

জ) বিবাদী সম্পর্কে জ্ঞাত আরো কোন তথ্য, যেমন পুলিশ স্টেশনে মাদক-পরীক্ষার ফলাফল।

4.4 শুনানির সময়, আমরা যে সকল সুনির্দিষ্ট ভিত্তিতে জামিনের বিরোধিতা করি বা শর্তারোপ কামনা করি, অ্যাডভোকেট সেগুলো তুলে ধরেন, যার মধ্যে রয়েছে বিবাদী জামিনে মুক্ত থাকলে ভুক্তভোগী যে সকল দুশ্চিন্তা প্রকাশ করতে পারে।

4.5 যেক্ষেত্রে বাদীপক্ষের অধিকার রয়েছে জামিনের বিরুদ্ধে আপীল করার (অর্থাৎ যে ক্ষেত্রে অপরাধের জন্য কারাবাসের শাস্তির সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে), সেক্ষেত্রে আমরা আগেভাগেই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকি ম্যাজিস্ট্রেটগণ জামিন মঞ্জুর করলে ভুক্তভোগী বা জনসাধারণের সম্ভাব্য ঝুঁকি আপীল আবেদনের যৌক্তিকতাকে সিদ্ধ করে কি না। যদি ম্যাজিস্ট্রেটগণ এমন কোন মামলায় জামিন মঞ্জুর করেন যেখানে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আপীল আবেদন জানানো যথাযথ হবে, সেক্ষেত্রে অ্যাডভোকেট আমাদের আপীল আবেদনের ইচ্ছার বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে জানিয়ে দেন, যেন আপীলের শুনানি চলাকালে বিবাদী অন্তরীন থাকতে পারে।

4.6 জামিন নামঞ্জুর করা বা ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্তৃক জামিনের শর্ত আরোপ করার বিরুদ্ধে বিচারকের নিকট আপীল করার অধিকার বিবাদীর রয়েছে। বিচারক জামিন মঞ্জুরের ইচ্ছা প্রকাশ করলে বা বিদ্যমান শর্তাবলী পরিবর্তন

[৫] তিনটি প্রধান কারণ রয়েছে যেগুলোকে সংক্ষেপে এটা বিশ্বাস করার বড় রকমের কারণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় যে, জামিনে মুক্তি পেলে বিবাদী: আইনের হেফাজতে আত্মসমর্পণ করতে ব্যর্থ হবে; জামিনে থাকাকালে কোন অপরাধ করবে; বা সাক্ষীদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হবে বা অন্য কোন ভাবে বিচারের পথ বাঁধাগ্রস্ত করবে, তা সে নিজের কারণেই হোক বা অন্য কারো জন্যই হোক।

করতে চাইলে সেক্ষেত্রে এ ধরণের আবেদনের বিরোধিতা করতে বা যথাযথ শর্ত আরোপের অনুরোধ জানাতে আমরা যে কোন আপীল শুনানিতে যোগদান করি।

4.7 বিবাদী জামিনের শর্তাবলী ভঙ্গ করলে অথবা ভঙ্গ করেছে বলে কোন পুলিশ অফিসারের নিকট প্রতীয়মান হলে যদি তাকে পুনরায় আদালতে হাজির করা হয়, তাহলে অ্যাডভোকেট ম্যাজিস্ট্রেটগণের প্রতি এই মর্মে নিবেদন জানাবেন যে বিবাদীর জামিন প্রত্যাহার করা বা শর্তাবলী পরিবর্তন করা উচিত কি না।

4.8 মামলার ফাইলে অ্যাডভোকেট বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ রাখেন আমরা জামিনের বিরোধিতা করেছি কিনা, এবং করে থাকলে, বিরোধিতার বা শর্তারোপের আবেদনের পক্ষে কী কী যুক্তি আমরা প্রদর্শন করেছি, এবং বিবাদী পক্ষ সে বিষয়ে কোন কিছু দাখিল করেছে কিনা। জামিন মঞ্জুর করা বা শর্তাদি শিথিল করার অনুকূলে পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয়েছে এমন কোন পরবর্তী ধারণা নিয়ে কাজ করতে এবং অভিযোগের (বা অভিযোগসমূহের) বিপক্ষে সম্ভাব্য যুক্তিগুলো চিহ্নিত করতে এটি আমাদের সহায়তা করে।

মান 5:

আমরা আমাদের সকল মামলা দ্রুত এবং ফৌজদারী কার্যবিধি[৬] অনুযায়ী প্রস্তুত করবো, যেন শীঘ্রতম সুযোগে অপরাধ সম্পর্কে আবেদন করা যায় এবং নির্ধারিত তারিখে ন্যায় বিচার অনুষ্ঠিত হয়।

ম্যাজিস্ট্রেট-এর আদালতে মামলার প্রথম শুনানি

5.1 সকল বিবাদীর প্রথম হাজিরা হবে ম্যাজিস্ট্রেট-এর আদালতে।

5.2 অ্যাডভোকেটগণ প্রথম শুনানির প্রস্তুতি গ্রহণ করেন যেভাবে:

ক) অভিযোগ গঠনের সিদ্ধান্ত ও নির্দেশাবলী এবং মামলাটির আরো পর্যালোচনা দরকার কি না তা বিবেচনা করার মাধ্যমে;

খ) পুলিশ কর্তৃক অভিযোগ আনা হলে, তাদের এই মর্মে আশ্বস্ত করার মাধ্যমে যে অভিযোগসমূহ যথাযথ এবং প্রমাণযোগ্য, এবং জনস্বার্থে মামলা পরিচালনা করা প্রয়োজন;

গ) পুলিশ কর্তৃক জামিন নামঞ্জুর করা হলে, সেক্ষেত্রে রিমান্ড বা আটকাদেশ প্রার্থনা করা হবে নাকি বিবাদীর জামিনের সঙ্গে যথাযথ শর্ত যুক্ত করা হবে তা নির্ধারণের মাধ্যমে;

ঘ) জামিন মঞ্জুর করার ব্যাপারে আপত্তি জানিয়ে বা জামিনে শর্ত আরোপের বিষয়ে আদালতে নিবেদন দাখিলের প্রস্তুতি গ্রহণের মাধ্যমে; এবং

ঙ) মামলায় অগ্রগতি সাধন নিশ্চিত করা এবং যে কোন রকম অপ্রয়োজনীয় মুলতবি ঘোষণা পরিহারের ব্যবস্থা গ্রহণ করার মাধ্যমে, যেমন বাদী পক্ষের মামলার প্রাথমিক খুঁটিনাটি বিবাদী পক্ষ ও আদালত কর্তৃপক্ষ পেয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করে।

5.3 আদালত আরম্ভ হওয়ার পূর্বে যথাশীঘ্র অ্যাডভোকেটগণ আদালতের আইনগত পরামর্শক, বিবাদী পক্ষের সলিসিটর এবং প্রবেশন সার্ভিস (Probation Service) বা ইউথ অফেন্ডিং সার্ভিস (Youth Offending Service)-এর অফিসারগণের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ সৃষ্টি করার মাধ্যমে ঐ ধরণের মামলাগুলো চিহ্নিত করেন যেগুলোর পরিণতি দোষ স্বীকারের মাধ্যমে সমাপ্ত হবে, যাতে করে, যেক্ষেত্রে সম্ভব, ঐ দিন রায় ঘোষণার পূর্ববর্তী প্রতিবেদন প্রস্তুত করা যায়, যা আদালতকে অপরাধীর আর কোন হাজিরা ছাড়াই রায় ঘোষণার সুযোগ করে দেয়।

5.4 যখন কোন বিবাদী দোষ স্বীকার করে, তখন অ্যাডভোকেট:

ক) মামলার ঘটনাবলীর রূপরেখা ম্যাজিস্ট্রেটগণের নিকট তুলে ধরেন, যার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেখানে প্রযোজ্য, যে কোন দৃশ্যমানভাবে রেকর্ড বা লিপিবদ্ধ বিষয় এবং ভুক্তভোগী ব্যক্তিগত বিবরণ (Victim Personal Statement), যেন তারা এমন একটি রায় প্রদান করতে পারেন যা অপরাধের গুরুত্বকে প্রতিফলিত করে;

খ) পূর্ববর্তী কোন অভিযোগ, বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, অপরাধীর[৭] বিরুদ্ধে জারী করা সাধারণ সতর্কতা বা শর্তযুক্ত সতর্কতার বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন;

[৬] এগুলো লর্ড চীফ জাস্টিস কর্তৃক অনুমোদিত বিধিমালা যা বাদী ও বিবাদী পক্ষ কিভাবে মামলা প্রস্তুত করবে এবং আদালত কিভাবে মামলার ব্যবস্থাপনা করবে তা বিবৃত করে। এগুলো মিনিস্ট্রি অব জাস্টিস বা আইন মন্ত্রণালয়-এর ওয়েবসাইট (www.justice.gov.uk) থেকে বা এই ঠিকানা হতে পাওয়া যাবে: TSO Orders/Post Cash Department, The Stationery Office, PO Box 29, Norwich NR31GN.

গ) আদালত তার শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন কিনা তা নিশ্চিত করেন, যার অর্ন্তভুক্ত থাকতে পারে এমন কোন রায় বা আদেশ যা আইন দ্বারা অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন; এবং

ঘ) কোন যথাযথ সহায়ক আদেশ বিবেচনা করার জন্য আদালত বরাবর অনুরোধ জানান, যেমন ক্ষতিপূরণ বা সমাজ-বিরোধী আচরণ আদেশ (Anti-Social Behaviour Order) বা নিয়ন্ত্রণমূলক আদেশ (Restraining Order), যা ভবিষ্যতে অপরাধ সংঘটনের অপরাধীর ক্ষমতা খর্ব করে। রায় প্রদান প্রক্রিয়ায় প্রসিকিউটরের ভূমিকা বিষয়ে আমরা মান ৯-এ আরো বিস্তারিত জানাবো।

5.5 ম্যাজিস্ট্রেটগণ যখন শাস্তিবিধানের জন্য কোন অপরাধীকে ক্রাউন কোর্ট-এ ন্যাস্ত করেন (কারণ তারা মনে করেন সর্ব্বোচ্চ যে শাস্তি তারা দিতে পারেন তা অপর্যাপ্ত), তখন আমরা ক্রাউন কোর্টের নিকট প্রমাণাদির অনুলিপি, অপরাধীর বিরুদ্ধে ঘোষিত পূর্ব্ববর্তী শাস্তি, সাধারণ সর্তকতা বা শর্তযুক্ত সর্তকতার বিষয়ে তথ্য প্রেরণ করি, যাতে করে বিচারক রায় ঘোষণার শুনানির প্রস্তুতিগ্রহণ করতে পারেন।

5.6 যদি বিবাদী ইঙ্গিত প্রদান করেন যে তিনি দোষ অস্বীকার করতে ইচ্ছুক, এবং যদি মামলাটি এমন হয় যে তা ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট বা ক্রাউন কোর্ট-এ পরিচালনা করা যায়, সেক্ষেত্রে অ্যাডভোকেট আদালতকে জানান বাদীপক্ষ মামলাটি পরিচালনার উপযুক্ত মনে করে কি না, বা এটি এতটা গুরুতর কি না যে তা বিচারের জন্য ক্রাউন কোর্ট-এ ন্যাস্ত করতে হবে।

5.7 যদি মামলার বিচার ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট-এ হতে হয়, সেক্ষেত্রে অ্যাডভোকেট:

ক) বিবাদী পক্ষের অ্যাডভোকেটের সঙ্গে আলাপ করেন আদালতে সাক্ষীর উপস্থিতি ব্যতিরেকে কোন প্রমাণ-এর ব্যাপারে সম্মতি অর্জন করা যেতে পারে;

খ) বিচারযোগ্য বিষয়াদি চিহ্নিতকরণে আদালতকে সাহায্য করেন;

গ) বাদীপক্ষের সাক্ষীদের জন্য সুবিধাজনক বিচারের তারিখ সম্পর্কে আদালত সজ্ঞাত কি না তা নিশ্চিত করেন;

ঘ) বিচারের প্রস্তুতিগ্রহণের সময়সূচী সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদানের জন্য আদালতকে অনুরোধ জানান, যার অর্ন্তভুক্ত রয়েছে, সাক্ষীদেরকে তাদের প্রমাণাদি কার্য্যকরীভাবে উপস্থাপনে সাহায্য করতে বিশেষ ব্যবস্থার জন্য আবেদন এবং মন্দ চরিত্র বা শোনা অভিযোগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি; এবং

ঙ) বিচারেরকার্য্যের জন্য প্রস্তুতিগ্রহণে আরো কী কী অতিরিক্ত কাজ বাদী পক্ষকে সম্পন্ন করতে হবে এবং এগুলোর সময়সূচী লিপিবদ্ধ করেন।

5.8 যদি মামলাটিকে ক্রাউন কোর্টে[৮] প্রেরণ করতে হয়, বা যদি ম্যাজিস্ট্রেটগণ মনে করেন যে এটি এতটাই গুরুতর যে তা ক্রাউন কোর্টে পরিচালনা করতে হবে, বা যদি বিবাদী তার বিচার ক্রাউন কোর্টে হোক বলে বেছে নেন, যেক্ষেত্রে তার এটি করার অনুমোদন রয়েছে, তাহলে আমরা ম্যাজিস্ট্রেটগণকে পরবর্তী শুনানির তারিখ ধার্য্য

[৭] এগুলো লর্ড চীফ জাস্টিস কর্তৃক অনুমোদিত বিধিমালা যা বাদী ও বিবাদী পক্ষ কিভাবে মামলা প্রস্তুত করবে এবং আদালত কিভাবে মামলার ব্যবস্থাপনা করবে তা বিবৃত করে। এগুলো মিনিস্ট্রি অব জাস্টিস বা আইন মন্ত্রণালয়-এর ওয়েবসাইট (www.justice.gov.uk) থেকে বা এই ঠিকানা হতে পাওয়া যাবে: TSO Orders/Post Cash Department, The Stationery Office, PO Box 29, Norwich NR31GN.

[৮] কতগুলো অত্যন্ত গুরুতর মামলা শুধুমাত্র ক্রাউন কোর্ট কর্তৃক পরিচালিত হতে পারে। একটি বিশেষ কার্য্যবিধির আওতায় আটকাদেশের প্রক্রিয়া ছাড়াই ম্যাজিস্ট্রেট-এর আদালত কর্তৃক দ্রুত এগুলো প্রেরণ করা হয়।

করতে সাহায্য করি, যা করতে হিসেব করা হয় পরবর্তী শুনানির জন্য প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন করতে আমাদের এবং পুলিশ বা অন্যান্য তদন্তকারীদের কতটা সময় লাগবে।

ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে বিচার বা আটক প্রক্রিয়ার প্রস্তুতি এবং ক্রাউন কোর্টে প্রেরিত মামলাসমূহের প্রাথমিক শুনানি

5.9 কোন ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে বিবাদী দোষ অস্বীকার করামাত্র বা আটক প্রক্রিয়ার জন্য মামলা মুলতবি করা হলে বা ক্রাউন কোর্টে প্রেরণ করা হলে, আমরা সিদ্ধান্ত নেই মামলার পরবর্তী শুনানির জন্য কী কী অতিরিক্ত পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।

5.10 কঠোর সময়সীমার মধ্যে আমরা পুলিশ বা অন্যান্য তদন্তকারীদের প্রতি অনুরোধ জানাই যেন তারা:

ক) প্রমাণাদি ও তদন্তকালে সংগৃহীত অন্যান্য সামগ্রী সম্বলিত একটি নথি আমাদের নিকট প্রেরণ করেন এবং মূল অভিযোগ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের অবশিষ্ট কাজ সম্পন্ন করেন;

খ) পরিকল্পনা বা ছবিসহ শুনানির জন্য দরকারী অতিরিক্ত প্রয়োজনীয় প্রমাণ বা তথ্য আমাদের নিকট প্রেরণ করেন, যাতে মামলাটি আদালতের পক্ষে বোঝা সহজতর হয়;

গ) আদালতে পূর্বের শুনানিতে চিহ্নিত অন্য কোন সুনির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করেন; এবং

ঘ) তদন্তকালে সংগৃহীত সংশ্লিষ্ট অব্যবহৃত সামগ্রীসমূহের একটি তালিকা আমাদের নিকট প্রেরণ করেন যেন বাদী পক্ষের মামলাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে বা বিবাদী পক্ষকে সাহায্য করতে পারে এমন যে কোন সামগ্রীর বিষয় আমরা বিবাদী পক্ষের নিকট প্রকাশ করার মাধ্যমে আমাদের আইনগত কর্তব্য পালন করতে পারি।

5.11 যেক্ষেত্রে মামলাটি কোন ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে পরিচালিত হতে হবে, সেক্ষেত্রে আমরা কঠোর সময়কালের মধ্যে উইটনেস কেয়ার ইউনিট[৯] (Witness Care Unit)-কে অনুরোধ জানাই যেন তারা যে সকল সাক্ষীর আদালতে সাক্ষ্য দেওয়া দরকার তাদেরকে মামলার তারিখ জানিয়ে দেন এবং আদালতে এবং বিচারের পূর্বে তাদের কী ধরণের সহায়তা প্রয়োজন হতে পারে সে বিষয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা করেন। ক্রাউন কোর্টের মামলাসমূহের ক্ষেত্রে, আমরা তাদেরকে এটি করতে বলি বিবাদী দোষ অস্বীকার করার পর।

5.12 পুলিশ বা অন্যান্য তদন্তকারী কর্তৃক দাখিলকৃত নতুন কোন সামগ্রী এবং বিবাদী পক্ষের তরফ থেকে প্রাপ্ত চিঠিপত্রাদি নিয়ে আমরা প্রাপ্তির পর হতে কঠোর সময়সীমার মধ্যে কাজ করার লক্ষ্য পোষণ করি।

5.13 বিচার, আটকাদেশ বা ক্রাউন কোর্টে প্রাথমিক শুনানির সময়ে আমরা:

ক) অভিযুক্ত করার বাস্তবভিত্তিক সম্ভাবনা তৈরির মত পর্যাপ্ত প্রমাণাদি রয়ে গেছে কি না এবং জনস্বার্থে মামলাটি পরিচালনা করা এখনো প্রয়োজন কি না তা মূল্যায়ন করি, এবং এক্ষেত্রে কোন প্রসিকিউটর কর্তৃক মামলাটি প্রথম বিবেচিত হওয়ার পর থেকে যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা চিহ্নিত করা হয়;

খ) মামলাটি শক্তিশালী করতে অতিরিক্ত কোন তথ্যপ্রমাণ সন্ধান করা প্রয়োজন কিনা তা নির্ধারণ করি;

গ) যদি অভিযোগকৃত অপরাধের ব্যাপারে আর অগ্রসর হওয়া না যায়, সেক্ষেত্রে বিকল্প কোন অপরাধের বিষয় বিবেচনা করি যেটি প্রমাণযোগ্য এবং যার কারণে জনস্বার্থে মামলা পরিচালনা করা দরকার;

[৯] বাদী পক্ষের সাক্ষীদের আদালতে উপস্থিতি, তাদের চাহিদা নিরূপণ ইত্যাদির বন্দোবস্ত করতে প্রসিকিউশন সার্ভিস এবং পুলিশ যৌথভাবে উইটনেস কেয়ার ইউনিটসমূহ(Witness Care Units) গঠন করেছে, যাতে করে তারা কার্যকরীভাবে তাদের সাক্ষ্য প্রদান করতে পারে এবং মামলার অগ্রগতি ও পরিণতি সম্পর্কে তাদের অবগত রাখতে পারে।

ঘ) সবচেয়ে সরলতম মামলা বাদে অন্য সকল ক্ষেত্রে অ্যাডভোকেটের জন্য একটি নোট তৈরি করি, যাতে বলা থাকে প্রমাণাদির সবল ও দুর্বল দিকগুলো সহকারে অপরাধের প্রতিটি উপাদান কিভাবে প্রমাণ করা যেতে পারে, বিবাদীর সম্ভাব্য বিরোধিতা কিভাবে মোকাবেলা করা যাবে এবং এর পরেও জনস্বার্থে মামলা পরিচালনা করা দরকার কি না;

ঙ) গ্রহণযোগ্য কোন বিকল্প দোষ স্বীকার, বা দোষ স্বীকারের ভিত্তি নিরূপণ করা, যেক্ষেত্রে এটা নিশ্চিত করতে মনোযোগ দেওয়া হয় যে আদালত যেন এমন কোন শাস্তি ঘোষণা করতে পারে যা অপরাধের গুরুত্বের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ;

চ) অতিরিক্ত কোন প্রমাণ যার ওপর আমরা নির্ভর করতে চাই তা বিবাদী পক্ষকে সরবরাহ করি;

ছ) ইতোমধ্যে করা না হয়ে থাকলে, কার্যকরভাবে সাক্ষ্য প্রদানে সাক্ষীদের সক্ষম করতে যে কোন বিশেষ ব্যবস্থার জন্য এবং আদালতের অনুমতি প্রয়োজন হয় এমন যে কোন প্রমাণ ব্যবহারের অনুমতির জন্য লিখিত আবেদনপত্র বা বিজ্ঞপ্তি প্রস্তুত করি;

জ) বাদী পক্ষের মামলাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে বা বিবাদী পক্ষকে সাহায্য করতে পারে এমন যে কোন অব্যবহৃত সামগ্রীর বিষয় বিবাদী পক্ষের নিকট প্রকাশ করা উচিত কি না সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি;

ঝ) বাদী পক্ষের মামলাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে বা বিবাদী পক্ষকে সাহায্য করতে পারে এমন কোন সামগ্রী এতটা স্পর্শকাতর কি না যে এটি প্রত্যাহারের বিষয়ে আদালতের পরামর্শ চাওয়া যেতে পারে, সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি;

ঞ) আমাদের দ্বারা বিবেচিত সকল অ-স্পর্শকাতর অব্যবহৃত সামগ্রীর একটি তালিকা, প্রকাশ করার মত দলিল পত্রাদির অনুলিপি সহকারে বা অন্যান্য সামগ্রী যেখানে পরিদর্শন করা যাবে তার উল্লেখসহ বিবাদী পক্ষের নিকট প্রেরণ করি। এই মান-এর বর্ণনায় ১৯ থেকে ২৫ নম্বর পর্যন্ত অনুচ্ছেদে এ সম্পর্কে আরো বিশদভাবে আমরা বলেছি;

ট) এটা নিশ্চিত করি যে ভুক্তভোগীকে একটি ভিক্টিম পার্সোনাল স্টেটমেন্ট (Victim Personal Statement) বা ভুক্তভোগীর ব্যক্তিগত বিবরণ প্রস্তুত করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে, যা রায়ের শুনানিতে ব্যবহৃত হবে যদি বিবাদী অভিযুক্ত হয়ে থাকে;

ঠ) যেক্ষেত্রে সম্ভব, আদালতে ভিডিও-রেকর্ডকৃত সাক্ষাতকার চালানো হবে এমন কোন সাক্ষীর জন্য সাক্ষ্য প্রদানের পূর্বে তাদের স্মৃতিশক্তিকে চাঙ্গা করতে বিচারের পূর্বে সাক্ষাতকারটি দেখানোর বন্দোবস্ত করি; এবং

ড) সাক্ষীর অন্য কোন প্রয়োজন মেটানো হচ্ছে এবং আদালতে সাক্ষীর উপস্থিতি নিশ্চিত করতে যথাযথ পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হচ্ছে – এমনটি যাচাই করি।

5.14 পুলিশ বা অন্যান্য তদন্তকারীদের এবং বিবাদী পক্ষকে যত দ্রুত সম্ভব অবশিষ্ট যে কোন বিষয়ে সাড়া প্রদানের জন্য আমরা অনুরোধ জানাই।

5.15 যদি কোন কারণে নির্ধারিত তারিখে মামলাটি অগ্রসর হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে, তাহলে আমরা একটি নতুন তারিখ নির্ধারণের জন্য আদালতের প্রতি অনুরোধ জানাই।

ক্রাউন কোর্টে মামলার প্রস্তুতি গ্রহণের সময় প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত কাজ

5.16 ক্রাউন কোর্টে শুনানি অনুষ্ঠিত হবে এমন মামলার ক্ষেত্রে, আমরা অভিযোগনামা প্রস্তুত করি যেখানে ক্রাউন কোর্টের শর্তানুযায়ী আনুষ্ঠানিক পরিভাষায় বিবাদীর বিরুদ্ধে অভিযোগসমূহ বর্ণিত থাকে।

5.17 যে অ্যাডভোকেট ক্রাউন কোর্টে মামলাটি উপস্থাপন করবেন তার জন্য লিখিত নির্দেশমালাও আমরা তৈরি করি। ক্রাউন কোর্টে বিবাদী পক্ষের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য অনুমোদিত সকল অ্যাডভোকেটবৃন্দকে এক সেট মান/আদর্শিক নির্দেশমালা প্রদান করা হয়, যার শিরোনাম হল: মামলা পরিচালনাকারী অ্যাডভোকেটগণের জন্য সিপিএস নির্দেশমালা[১০] *(CPS Instructions for Prosecuting Advocates)*। এর বাইরেও আমরা যা করে থাকি তা হলো:

ক) মামলায় সংগৃহীত সকল প্রমাণাদির অনুলিপি, স্পর্শকাতর নয় এমন অব্যবহৃত সামগ্রীর তালিকা যেখানে সামগ্রীসমূহ বিবাদীপক্ষের গোচরীভূত করা সংক্রান্ত প্রসিকিউটরের সিদ্ধান্ত বিবৃত থাকে, এবং আদালত, পুলিশ এবং বিবাদী পক্ষের সলিসিটর-এর সঙ্গে যাবতীয় পত্র-যোগাযোগের বিবরণ তালিকা আকারে সংযুক্ত করা;

খ) আদালতের অনুমতি প্রয়োজন হয় এমন যে কোন প্রমাণ ব্যবহারের জন্য লিখিত আবেদনপত্র বা বিজ্ঞপ্তির অনুলিপি প্রদান করা, যেমন কার্যকরভাবে সাক্ষ্য প্রদানে সাক্ষীদের সক্ষম করতে যে কোন বিশেষ ব্যবস্থা, মন্দ চরিত্রের প্রমাণ বা অপরের কাছ থেকে শোনা অভিযোগ, অথবা এ সকল আবেদনের কোনটিই কেন প্রয়োজনীয় বলে প্রতীয়মান হয় না তা বিবৃত করা;

গ) অভিযুক্ত অপরাধের সকল উপাদান প্রমাণ করতে হলে মামলাটি কিভাবে উপস্থাপন করা উচিত এবং মামলার কোন সম্ভাব্য বিরোধিতা বা দুর্বলতা কিভাবে মোকাবেলা করা যেতে পারে তার রূপরেখা তুলে ধরা;

ঘ) প্রসিকিউটরের অভিযোগ আনয়নের সিদ্ধান্তের, অথবা যে ক্ষেত্রে প্রসিকিউটরে অনুমতি ছাড়া পুলিশ বিবাদীর বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে থাকে, সেক্ষেত্রে প্রসিকিউটর কর্তৃক মামলাটি গ্রহণের সিদ্ধান্তের, একটি অনুলিপি সরবরাহ করা;

ঙ) মামলাকে প্রভাবিত করতে পারে এমন যে কোন আইনগত সুযোগ নির্দেশ করা;

চ) অতিরিক্ত আরো কী কাজে আমরা হাত দিয়েছি তা ব্যাখ্যা করা;

ছ) অতিরিক্ত আরো কোন পদক্ষেপের ব্যাপারে দ্রুত পরামর্শ প্রদানের জন্য অ্যাডভোকেট-এর নিকট অনুরোধ জানানো, যা মামলাকে শক্তিশালী করতে পারে বা আদালতের নিকট এটিকে আরো পরিষ্কারভাবে উপস্থাপন করতে পারে বলে তিনি মনে করেন;

জ) বিবাদীর পক্ষ থেকে বিকল্প কী বক্তব্য, যদি থাকে, আমরা গ্রহণ করতে প্রস্তুত রয়েছি তা উল্লেখ করা; মামলার পূর্বে অ্যাডভোকেট-এর মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন, মামলার এমন কোন বিশেষ বৈশিষ্ট চিহ্নিত করা, যেমন গোপনীয় তথ্য সংগ্রহ বা রক্ষা করা;

ঝ) বিবাদী হাজতে রয়েছে কি না এবং হাজতবাসের সময়সীমা, অথবা জামিনে থাকলে, আদালত কর্তৃক আরোপিত শর্তাবলী উল্লেখ করা;

ঞ) আদালতে কোন সাক্ষীর উপস্থিতি নিশ্চিত করতে সাক্ষীর সমন বা পরোয়ানা জারীর প্রয়োজন পড়তে পারে কি না, বা কেন সেগুলোর প্রয়োজন নাও পড়তে পারে, তা ব্যাখ্যা করা;

ট) বাদী পক্ষের সাক্ষীগণ যে ক্রমানুসারে সাক্ষ্য প্রদান করবে তা নির্ধারণের জন্য অ্যাডভোকেট-এর প্রতি অনুরোধ জানানো, যাতে তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় আদালতে অবস্থান করতে না হয়;

ঠ) কোন অবশিষ্ট প্রমাণ প্রাপ্তির প্রত্যাশিত তারিখ নির্ধারণ করা, বিশেষ করে বৈজ্ঞানিক বা অন্যান্য বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের প্রমাণ; এবং

[১০] বাদী পক্ষের সাক্ষীদের আদালতে উপস্থিতি, তাদের চাহিদা নিরূপণ ইত্যাদির বন্দোবস্ত করতে প্রসিকিউশন সার্ভিস এবং পুলিশ যৌথভাবে উইটনেস কেয়ার ইউনিটসমূহ (Witness Care Units) গঠন করেছে, যাতে করে তারা কার্যকরীভাবে তাদের সাক্ষ্য প্রদান করতে পারে এবং মামলার অগ্রগতি ও পরিণতি সম্পর্কে তাদের অবগত রাখতে পারে।

ড) প্রসিকিউটর এবং মামলার দায়িত্বপ্রাপ্ত প্যারালীগাল অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগের বিবরণ প্রদান করা।

5.18 মামলাটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রস্তুত করা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় যে কোন অতিরিক্ত কাজ যার পরামর্শ অ্যাডভোকেট প্রদান করেন তা আমরা সম্পন্ন করি।

ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে বিবাদী পক্ষের নিকট তথ্য প্রকাশ

5.19 পুলিশ ও অন্যান্য তদন্তকারীগণকে তদন্তকালে সংগৃহীত সম্পৃক্ত যেসব সামগ্রী মামলার প্রমাণের অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হয় না সে সকল জিনিসপত্রের একটি তালিকা প্রস্তুত করতে হবে এবং আমাদেরকে সরবরাহ করতে হবে।

5.20 আমরা তালিকাসমূহ বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেই যে তালিকাভুক্ত সামগ্রীগুলোর কোনটি:

ক) মামলার প্রমাণের অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হবে;

খ) বাদীপক্ষের মামলায় ক্ষতি করতে পারে;

গ) বিবাদীপক্ষের মামলায় সহায়তা করতে পারে; এবং

ঘ) এর কোনটি এতটা স্পর্শকাতর কি না যে এটি বিবাদী পক্ষের গোচরীভূত করা উচিত হবে না।

5.21 এসব শ্রেণীবিভাগের কোনটিতে পড়ে এমন যে কোন জিনিসের অনুলিপি আমরা পুলিশ ও অন্যান্য তদন্তকারীদের কাছ থেকে চাই, যেন আমরা এগুলো আরো বিবেচনা করতে পারি।

5.22 তালিকাভুক্ত প্রতিটি জিনিসের ব্যাপারে আমাদের সিদ্ধান্ত কারণ সহকারে আমরা লিপিবদ্ধ রাখি। আমরা তালিকাসমূহ বিবাদী পক্ষের নিকট প্রেরণ করি যেন তারা বিদ্যমান সামগ্রী সম্পর্কে অবগত থাকে, শুধুমাত্র এমন জিনিস ছাড়া যা এতটাই স্পর্শকাতর যে তার অস্তিত্ব প্রকাশ পাওয়া উচিত নয়।

5.23 যতটা সম্ভব দ্রুত আমরা স্পর্শকাতর নয় এমন অব্যবহৃত সামগ্রীর অনুলিপি বিবাদী পক্ষের নিকট সরবরাহ করি যা বাদী পক্ষের মামলাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে বা বিবাদী পক্ষকে সাহায্য করতে পারে, বা এটির অনুলিপি তৈরি সম্ভব না হলে, আমরা তাদের এটি পরিদর্শনের আমন্ত্রণ জানাই, যেক্ষেত্রে এটি সাধারণত পুলিশ স্টেশনে রাখা হয়।

5.24 যেক্ষেত্রে তথ্যটি এতটাই স্পর্শকাতর যে এটি বিবাদী পক্ষের গোচরীভূত করা উচিত হবে না, এবং এটি বাদী পক্ষের মামলাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে বা বিবাদী পক্ষকে সাহায্য করতে পারে, সেক্ষেত্রে এটি তাদের কাছে প্রকাশ করা উচিত হবে, না কি উহ্য রাখা হবে, সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য আমরা আদালতের নিকট অনুরোধ জানাই।

5.25 যদি নতুন এমন কোন তথ্য উন্মোচিত হয় যা বাদী পক্ষের মামলাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে বা বিবাদী পক্ষকে সাহায্য করতে পারে, সেক্ষেত্রে মামলার সমগ্র সময়ব্যাপী, এবং পরবর্তীতে, আমরা তথ্য প্রকাশের প্রশ্নটি পর্যালোচনাধীন রাখি। বিবাদী পক্ষ যখন তাদের মামলা সম্পর্কে আমাদের জানায়, তখন আমরা তথ্য প্রকাশ সংক্রান্ত আমাদের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করি, যার মধ্যে রয়েছে বিবাদী পক্ষের দেওয়া তথ্য সম্পর্কে পুলিশ ও অন্যান্য তদন্তকারীদের মন্তব্য চাওয়া।

আটকাবস্থার সময়সীমা

5.26 বিচারের জন্য অন্তরীন থাকার বা বিচারের পূর্বে বিবাদীগণকে শুধুমাত্র সীমিত সময়ের জন্য আটক রাখা যাবে, যদি না আদালত সময় বৃদ্ধি করতে সম্মত হয়।

5.27 যেক্ষেত্রে কোন বিবাদীকে আটকাবস্থায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়, সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আটকের মেয়াদ কোন তারিখে শেষ হবে তা অ্যাডভোকেট প্রথম শুনানিতে এবং পরবর্তী শুনানিসমূহে আদালতের নিকট জানাবেন।

5.28 এই তথ্যটি আমরা আমাদের মামলার নথিতে লিপিবদ্ধ রাখি এবং এরপর তা আটকাবস্থার মেয়াদ সংক্রান্ত ডাইরিতে রেকর্ড করা হয়।

5.29 কাস্টডি বা আটকাবস্থা-সংশ্লিষ্ট মামলাগুলোর প্রস্তুতিতে আমরা প্রাধান্য দিয়ে থাকি যেন নিশ্চিত করা যায় যে আটকাবস্থার সমসীমার মধ্যেই বিচার শুরু হতে পারে বা বিচারের জন্য অন্তরীন রাখা হয়, বা যদি আটকাবস্থার মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য আদালতের প্রতি অনুরোধ জানাতে হয়, তাহলে যেন বলতে পারি যে আমরা যথাযথ শ্রম ও দ্রুততার সঙ্গে কাজ করেছি।

5.30 আমরা আটকাবস্থার মেয়াদ সংক্রান্ত আমাদের ডায়েরি এবং মামলার ব্যবস্থাপনার জন্য আমাদের কম্পিউটারভিত্তিক ব্যবস্থা পর্য্যালোচনা করে যাচাই করি মেয়াদ সম্পূর্ণ হওয়ার কোন ঘটনা কাছাকাছি রয়েছে কিনা। একজন মনোনীত লীগ্যাল ম্যানেজার বা সিনিয়র প্রসিকিউটর সপ্তাহে অন্ততঃ একবার এসকল যাচাইয়ের মাধ্যমে চিহ্নিত মামলাগুলো বিবেচনা করেন। মেয়াদ পূর্তির আগে কঠোর সময়সীমার মধ্যে যদি প্রতীয়মান হয় যে মেয়াদ-এর মধ্যে বিচারকার্য্য আরম্ভ নাও হতে পারে, তাহলে আমরা আদালত ও বিবাদী পক্ষ বরাবর নোটিস প্রদান করি যেন আদালত মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করে। প্রসিকিউশন যথাযথ শ্রম ও দ্রুততা কাজে লাগিয়েছে কিনা তা যাচাইয়ে আদালতকে সাহায্য করতে আমরা ঘটনাবলীর ধারাবাহিক বর্ণনা সরবরাহ করি।

5.31 ম্যানেজারগণ সিস্টেম অর্থা কম্পিউটার ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি যাচাই করেন এবং পরিচালিত সিস্টেম সম্পর্কে চীফ ক্রাউন প্রসিকিউটর-এর নিকট লিখিত আশ্বাস সরবরাহ করেন।

মান 6:

আমরা আমাদের সকল মামলা পক্ষপাতহীনভাবে ও জোরালোভাবে উপস্থাপন করবো।

বিচার পরিচালনা[১১]

6.1 শুনানির পূর্ব্বে অ্যাডভোকেট:

ক) বিচার পর্যালোচনা নোট সহকারে মামলার সম্পূর্ণ ইতিহাস বিবেচনা করেন, যেন নিশ্চিত করা যায় যে সবকিছু সঠিকভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে;

খ) যেক্ষেত্রে সম্ভব, তদন্তকারী অফিসারের সঙ্গে মামলাটি নিয়ে আলোচনা করার মাধ্যমে নিশ্চিত করেন যে তিনি মামলার সম্পূর্ণ পটভূমি সম্পর্কে অবগত;

গ) অধিকাংশ সরল মামলা ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে, মামলাটি কী বিষয়ে তা ম্যাজিস্ট্রেট ও জুরিদের বোঝার সুবিধার্থে, বা যদি বিবাদী দোষ স্বীকার করে তাহলে ম্যাজিস্ট্রেট বা বিচারকদের রায় প্রদানে সহায়তা করতে, একটি উদ্বোধনী বক্তব্য বা প্রমাণসমূহের বিবরণ প্রস্তুত করেন;

ঘ) বিবাদী ও বিবাদী পক্ষের কোন পরিচিত সাক্ষীর মধ্যে জেরা বা কূট-পরীক্ষার একটি আপাত পরিকল্পনা তৈরি করেন;

ঙ) যে কোন আইনগত যুক্তির লিখিত রূপরেখা প্রস্তুত করেন যা ম্যাজিস্ট্রেট বা বিচারকের নিকট উপস্থাপন করা হবে; এবং

চ) এক দিনের চেয়ে বেশি সময় ধরে চলতে থাকা ক্রাউন কোর্ট ও ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট-এর মামলাসমূহে বাদী পক্ষের সাক্ষীগণ যে ক্রমানুসারে সাক্ষ্য প্রদান করবে তা নির্ধারণ করেন, যাতে তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় আদালতে অবস্থান করতে না হয়।

6.2 সাক্ষীদের সঙ্গে সাক্ষাত করতে অ্যাডভোকেট যথাসময়ে আদালতে উপস্থিত হন এবং:

ক) তাদের সঙ্গে নিজের পরিচয় করান;

খ) সাক্ষীর বিবরণী (বা এটি করা না হয়ে থাকলে তাদের ভিডিও রেকর্ডকৃত সাক্ষাতকার) তাদেরকে দেখান, বা উইটনেস সার্ভিস[১২]-এর একজন প্রতিনিধি কর্তৃক তাদেরকে দেখানোর ব্যবস্থা করেন, যাতে তারা সাক্ষ্য প্রদানের পূর্ব্বে তাদের স্মৃতিশক্তিকে চাঙ্গা করে নিতে পারেন;

গ) সেদিন কী ঘটবে তা ব্যাখ্যা করতে, তাদের সাক্ষ্য প্রদানে সহায়তার জন্য আদালতের সম্মতিতে গৃহীত কোন বিশেষ ব্যবস্থার ফলাফলও যার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে; এবং

ঘ) আইনের বাধ্যবাধকার আওতার মধ্যে তাদের যে কোন প্রশ্নের জবাব প্রদান করতে।

---

[১১] প্রসিকিউশন সার্ভিস এর পক্ষে আদালতে উপস্থিত হওয়া অ্যাডভোকেটদের নিকট হতে প্রত্যাশিত মানসমূহ ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডস অব অ্যাডভোকেসি (*National Standards of Advocacy*) –তে বিবৃত করেছে, যা আমাদের ওয়েবসাইটে (www.cps.gov.uk) বা অনুরোধক্রমে পাওয়া যায় (বিস্তারিত জানতে পেছনের মোড়ক দেখুন)।

[১২] উইটনেস সার্ভিস (Witness Service) রাষ্ট্রীয় দাতব্য সংস্থার একটি অঙ্গ যা ফৌজদারী বিচারের পূর্ব্বে ও বিচার চলাকালে সাক্ষীদের সহায়তা প্রদান করে থাকে।

6.3 তাদের পেশাগত বিধিমালা অনুযায়ী অবশ্য অ্যাডভোকেটগণ সাক্ষীদের সঙ্গে তাদের প্রমাণাদি নিয়ে কোন আলাপ করতে পারবেন না, বা অন্যান্য সাক্ষী কী সাক্ষ্য প্রদান করতে পারে তা জানাতে পারবেন না।

6.4 আদালতের দিন অ্যাডভোকেট:

ক) সততা ও দৃঢ়তার সাথে খোলাখুলিভাবে বাদীপক্ষের মামলা উপস্থাপন করেন, যেখানে একমাত্র উদ্দেশ্য শাস্তির রায় অর্জন নয়, বরং ন্যায়বিচারের স্বার্থে কাজ করা;

খ) বাদীপক্ষের সাক্ষীগণকে যে কোন বিলম্বের কারণ সম্পর্কে অবগত রাখেন – সরাসরি, বা যদি তিনি আদালত ভবন ত্যাগ করতে না পারেন, তাহলে একজন সহকারী বা আদালত কর্মীর মাধ্যমে;

গ) আদালতে সাক্ষী ও বিবাদীগণের সঙ্গে সম্মানপূর্বক আচরণ করেন এবং বাদী পক্ষের সাক্ষীদের অসংলগ্নভাবে জেরা করা হলে আদালতের হস্তক্ষেপ কামনা করেন; এবং

ঘ) বাদী পক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্য প্রদান সম্পন্ন হয়ে গেলে তাদের আদালত ত্যাগ করার অনুমতি প্রদানের জন্য আদালতের নিকট আবেদন জানান, যদি তারা তা করতে চায় এবং যদি না তাদের আদালতে অবস্থানের পক্ষে অবশ্যপালনীয় কোন যুক্তি থাকে।

6.5 অ্যাডভোকেট ব্যক্তিগতভাবে বা কোন সহকারীর মাধ্যমে আরো যা যা করেন তা হলো:

ক) আদালতে প্রদর্শনযোগ্য সামগ্রীসমূহ যথাসময়ে হাজির করেন;

খ) বাদী পক্ষের সাক্ষীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেন যেন তারা সাক্ষ্য প্রদানের জন্য যথাসময়ে উপস্থিত থাকে, এবং যে কোন বিলম্ব সম্পর্কে তাদের অবগত রাখেন; এবং

গ) আইনগত বিতর্ক সম্পর্কে আদালতের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে শেষ মুহূর্তে যে কোন নথি সম্পাদনা করেন।

6.6 বিবাদী দোষী সাব্যস্ত হলে, বাদী পক্ষের অ্যাডভোকেটগণ ম্যাজিস্ট্রেট ও বিচারকগণকে রায় প্রক্রিয়ায়, এবং রায় প্রদান মুলতবি থাকলে, রায়ের পূর্ব পর্যন্ত অপরাধী হেফাজতে থাকবে কি না সে সিদ্ধান্তের ব্যাপারে, সহায়তা করেন। রায় প্রদান প্রক্রিয়ায় প্রসিকিউটরের ভূমিকা বিষয়ে আমরা মান ৯-এ আরো বিস্তারিত জানাবো।

দোষ স্বীকারের প্রস্তাব সংক্রান্ত কার্যাবলী[১৩]

6.7 অনেক বিবাদী কতগুলো অপরাধের মধ্য থেকে কিছু কিছুর, বা ভিন্ন কোন অপরাধের, অথবা ঘটনাবলীর বিশেষ কোন সংস্করণের ভিত্তিতে দোষ স্বীকারের প্রস্তাব দিতে পারে। এটি প্রায়শই শেষ মুহূর্তে ঘটে, সচরাচর বিচার শুরুর ঠিক পূর্বে। যখনই এটি ঘটে, আমরা:

ক) দোষ স্বীকারের প্রস্তাবটি জনস্বার্থে কি না তা নির্ণয়ে আমরা ভুক্তভোগী বা তার পরিবারের মতামত বিবেচনায় আনি;

[১৩] *The Attorney General's Guidelines on The Acceptance of Pleas and the Prosecutor's Role in the Sentencing Process* এ বিষয়ে আদালত, প্রসিকিউটর, বিবাদীপক্ষের আইনজীবি এবং জনসাধারণকে বিস্তারিত নির্দেশনা প্রদান করে। এটি www.attorneygeneral.gov.uk ওয়েবসাইটে বা অনুরোধক্রমে পাওয়া যায় (বিস্তারিত জানতে পেছনের মোড়ক দেখুন)।

খ) এটা নিশ্চিত করা যে আদালত যেন বিদ্যমান সহায়ক কোন আদেশ-এর প্রেক্ষিতে দোষ স্বীকারের প্রস্তাবের তাৎপর্য বিবেচনায় এনে এমন কোন শাস্তি ঘোষণা করতে পারে যা অপরাধের গুরুত্বের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। আমরা নিশ্চিত করি যে দোষ স্বীকারের প্রস্তাব যেন কোন ভ্রান্ত বা অসত্য ঘটনার ওপর ভিত্তি করে না হয় এবং যেন এতে ভুক্তভোগীর স্বার্থের কোন হানি না হয়। দোষ স্বীকারের প্রস্তাবের ভিত্তি বিষয়ে সম্মতি অর্জিত না হলে, অ্যাডভোকেট আদালতের প্রতি সাক্ষ্য শুনানি গ্রহণের আবেদন জানাতে পারেন, যেন আদালত অপরাধীর শাস্তির ভিত্তি নির্ধারণ করতে পারে; এবং

গ) এটা নিশ্চিত করা যে দোষ স্বীকারের যে কোন সম্মত ভিত্তি যেন লিখিত হয় এবং বাদী ও বিবাদী পক্ষের অ্যাডভোকেটগণ কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়।

মান 7:

আমরা ভুক্তভোগী ও সাক্ষীর চাহিদা নিরূপণ করবো, তাদের মামলার অগ্রগতি সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত রাখবো এবং সর্ব্বোত্তম প্রমাণাদি[১৪] উপস্থাপনে তাদের সাহায্য করতে যথাযথ সমর্থন সংগ্রহ করবো

7.1 ভুক্তভোগী ও সাক্ষীদের নিয়ে কাজ করতে গিয়ে আমরা ন্যায়বিচার প্রাপ্তিতে সমতা প্রতিষ্ঠায় আমাদের দায়িত্বের প্রতি মনোযোগ দিয়ে থাকি।

7.2 একজন উইটনেস কেয়ার অফিসার, বা বিশেষ ক্ষেত্রে একজন পুলিশ অফিসার বা ফ্যামিলি বিরীভমেন্ট অফিসার[১৫]-কে প্রতিটি মামলায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভুক্তভোগী ও সাক্ষীদের জন্য যোগাযোগের একক বিন্দু হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। তিনি ভুক্তভোগী ও সাক্ষীদেরকে সকল স্তরে মামলার অগ্রগতি ও আদালতের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত রাখেন এবং তাদের চাহিদা পূরণ নিশ্চিত করেন। তিনি এটাও নিশ্চিত করেন যে ভুক্তভোগী ভিক্টিম পার্সোনাল স্টেটমেন্ট দাখিল করেছে বা করতে ইচ্ছুক হলে এই মর্মে আদিষ্ট হয়েছে, যদি বিবাদী দোষ স্বীকার করে বা অভিযুক্ত হয়।

7.3 যেক্ষেত্রে বিবাদী দোষ স্বীকার না করে, সেক্ষেত্রে উইটনেস কেয়ার অফিসার:

ক) প্রসিকিউশন সার্ভিস হতে তথ্য গ্রহণ করে সরাসরি সাক্ষ্য প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় সাক্ষীগণকে একটি কঠোর সময়সীমার মধ্যে বিচারের তারিখ জানান;

খ) দোষ অস্বীকারের পর, সাধারণ সাক্ষীদের, যাদের আদালতে উপস্থিত হতে হয়, তাদের একটি সম্পূর্ণ চাহিদা মূল্যায়ন প্রদান করেন। এটি তাদেরকে আদালতে যাওয়ার ব্যাপারে তাদের উদ্বেগসমূহ, যার মধ্যে রয়েছে, উদাহরণস্বরূপ, শিশু পরিচর্যা ও যাতায়াত, ইত্যাদি আলোচনা করার সুযোগ প্রদান করে। এটি উইটনেস কেয়ার অফিসারকেও সাক্ষীদের সঙ্গে মিলে কোন বিশেষ ব্যবস্থার চাহিদা নিরূপণের সুযোগ দেয় যা কার্যকরীভাবে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য তাদের প্রয়োজন;

গ) প্রতিবন্ধি সাক্ষী, চিকিৎসা গ্রহণরত সাক্ষী এবং যাদের যোগাযোগের সহায়তা, যেমন দোভাষী, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আদালতের অনুমতি, প্রয়োজন তাদের জন্য প্রয়োজনবোধে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন;

ঘ) যেক্ষেত্রে প্রযোজ্য, কোন সাক্ষীকে সংশ্লিষ্ট সাপোর্ট গ্রুপের মত অন্য কোন এজেন্সিতে রেফার করেন, যা য়ারো সুনির্দিষ্ট, বাছাইকৃত সহায়তা দিতে পারে; এবং

ঙ) সাক্ষীগণকে উইটনেস সার্ভিস[১৬]-এর সংস্পর্শে রাখেন, যা বিচার শুরু হওয়ার পূর্ব্ব পর্যন্ত, বিচার অনুষ্ঠানের দিন, এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরবর্তীতে, তাদেরকে বাস্তবভিত্তিক ও আবেগগত সহায়তা প্রদান করে, যার মধ্যে রয়েছে, আদালত সম্পর্কে আরো ভালভাবে ধারণা লাভে সাহায্য করতে ও বিচার

---

[১৪] আরো দেখুন দ্য প্রসিকিউটর'স প্লেজ (the Prosecutor's Pledge), দ্য সিপিএস পলিসি স্টেটমেন্ট অন ভিক্টিমস অ্যান্ড উইটনেসেস (the CPS Policy Statement on Victims and Witnesses), দ্য কোড অব প্র্যাক্টিস ফর ভিক্টিমস অব ক্রাইম (the Code of Practice for Victims of Crime) এবং দ্য উইটনেস চার্টার (the witness Charter), যার সবগুলো আমাদের ওয়েবসাইটে (www.cps.gov.uk) বা অনুরোধক্রমে পাওয়া যায় (বিস্তারিত জানতে পেছনের মোড়ক দেখুন)।

[১৫] ফ্যামিলি বিরীভমেন্ট অফিসার (Family Bereavement Officer) (কখনো কখমো Family Liaison Officers নামেও পরিচিত) খচ্ছে বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত পুলিশ অফিসার যারা মৃত্যু সংক্রান্ত মামলায় তদন্তকারী, প্রসিকিউটর এবং মৃত ব্যক্তির পরিবারের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেন।

[১৬] উইটনেস সার্ভিস (Witness Service) রাষ্ট্রীয় দাতব্য সংস্থা, ভিক্টিম সাপোর্ট (Victim Support)-এর একটি অঙ্গ যা ফৌজদারী বিচারের পূর্ব্বে ও বিচার চলাকালে সাক্ষীদের সহায়তা প্রদান করে থাকে।

অনুষ্ঠানের দিন আরো স্বচ্ছন্দ বোধ করতে সহায়তায় তাদেরকে বিচার অনুষ্ঠানের পূর্বে আদালত পরিদর্শনের সুযোগ প্রদান করা। এ সকল সহায়তার কতগুলো ভিক্টিম সাপোর্ট কর্তৃক প্রদান করা যেতে পারে।

7.4 আপীল শুনানির জন্য যখন কোন সাক্ষীর উচ্চতর আদালতে উপস্থিত হওয়ার প্রয়োজন হয় তখন উইটনেস কেয়ার অফিসারগণ একই ধরণের ভূমিকা পালন করেন।

7.5 কোন মামলা সমাপ্ত হলে, উইটনেস কেয়ার অফিসার আদালত হতে ফলাফল প্রাপ্তির পর কঠোর সময় সীমার মধ্যে যোগাযোগের পছন্দনীয় মাধ্যম ব্যবহার করে ভুক্তভোগী ও সাধারণ সাক্ষীদের তা জানিয়ে দেন। তারা সাক্ষীদের এটাও জিজ্ঞেস করেন যে তাদের কোন সহায়তা পরিষেবা লাগবে কি না।

7.6 প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রসিকিউটরগণ সাক্ষীদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাত করে তাদের বিশেষ ব্যবস্থার চাহিদার বিষয় আলোচনা করার সুযোগ প্রদান করেন।

7.7 অত্যন্ত ব্যতিক্রমী কিছু ক্ষেত্রে আমরা কোন সাক্ষীর পরিচয় উহ্য রাখার অনুমতির জন্য আদালতে আবেদন জানাই, যেক্ষেত্রে এটি বৈধ বিবেচিত হয়।

7.8 মৃত্যু সংক্রান্ত মামলায় প্রসিকিউটরগণ প্রথম থেকেই মৃত ব্যক্তির পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাত করে ব্যাখ্যা করার সুযোগ প্রদান করেন মামলাটি কিভাবে পরিচালিত হবে এবং আদালতের প্রতিটি শুনানিতে[১৭] কী ঘটতে পারে।

---

[১৭] এটি ভিক্টিম ফোকাস স্কীম (Victim Focus scheme) নামে পরিচিত। আরো বিস্তারিত পাওয়া যাবে আমাদের ওয়েবসাইটে (www.cps.gov.uk) বা অনুরোধসাপেক্ষে (পেছনের মোড়ক দেখুন)।

মান 8:

আমরা যখন মামলা বন্ধ করে দেই বা অভিযোগে বড় ধরণের পরিবর্তন আনি তখন আমাদের সিদ্ধান্ত ভুক্তভোগীদের নিকট আমরা ব্যাখ্যা করবো।

8.1 মামলা বন্ধ করার বা এতে বড় ধরণের পরিবর্তন আনার সময় চুড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছার পূর্ব্বে আমরা পুলিশ বা অন্যান্য তদন্তকারীদের সঙ্গে পরামর্শ করি, যদি না এটি করা অসাধ্য হয়। প্রস্তাবিত সিদ্ধান্তটি যদি জনস্বার্থের ওপর ভিত্তি করে হয়, সেক্ষেত্রে আমরা অপরাধের প্রভাব সম্পর্কে ভুক্তভোগীর মতামত বিবেচনা করি। যথাযথ ক্ষেত্রে, উদাহরণস্বরূপ, নরহত্যার মামলায়, বা যেক্ষেত্রে ভুক্তভোগী শিশু, বা মেন্টাল ক্যাপাসিটি অ্যাক্ট ২০০৫ (Mental Capacity Act 2005)-এর আওতায় বর্ণিত মানসিক ক্ষমতাহীন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি, সেক্ষত্রে প্রসিকিউটরগণ ভুক্তভোগীর পরিবারের যে কোন মতামত বিবেচনা করবেন।

8.2 যেক্ষেত্রে প্রসিকিউটর মামলা বন্ধ করার বা বিবাদীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে বড় ধরণের পরিবর্তন আনার সিদ্ধান্ত নেন, সেক্ষেত্রে তিনি তার সিদ্ধান্তের কারণসমূহ লিখিতভাবে ব্যাখ্যা করে একটি কঠোর সময়সীমার মধ্যে ভুক্তভোগীকে জানান। পত্রটি ভুক্তভোগীর চাহিদা ও মামলার সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতি বিবেচনা করে লেখা হয়।

8.3 ঝুঁকিপ্রবণ ও সন্ত্রস্ত ভুক্তভোগীদের যদি রায় ঘোষণার দিন আদালতে থাকতে হয়, তাহলে আমরা তাদের নিকট লেখার পূর্ব্বে অ্যাডভোকেটের উচিত তাদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলা।

8.4 কতগুলো সুনির্দিষ্ট অপরাধের ভুক্তভোগীদের সঙ্গে প্রসিকিউটরগণ ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাত করে আমাদের লিখিত ব্যাখ্যা সম্পর্কে তাদের প্রশ্নের উত্তর প্রদানের সুযোগ দেন।

8.5 গুরুতর বা জটিল মামলাগুলোতেও এই নীতিমালা প্রযোজ্য যখন আমরা পুলিশ বা অন্যান্য তদন্তকারীদের দ্বারা কোন সন্দেহভাজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন অনুমোদন না করার সিদ্ধান্ত নেই, যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুলিশ বা অন্যান্য তদন্তকারীগণ ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

মান 9:

আমরা আদালতকে রায় প্রক্রিয়ায় সহায়তা করবো এবং অপরাধের ফলে প্রাপ্ত অর্থ[১৮] জব্দ করার জন্য আবেদন জানাবো

9.1 শাস্তি ঘোষণা করা আদালতের দায়িত্ব। শাস্তির রায় ঘোষণায় প্রসিকিউশনের ভূমিকা হল আদালতকে সকল সম্পৃক্ত তথ্য সম্পর্কে অবহিত করার মাধ্যমে রায় প্রক্রিয়ায় সাহায্য করা।

9.2 রায়ের শুনানির পূর্বে:

ক) প্রবেশন সার্ভিস (Probation Service) বা ইউথ অফেন্ডিং সার্ভিস (Youth Offending Service)-কে আমরা মামলার একটি সারসংক্ষেপ প্রদান করি যেন তারা আদালতে একটি বাস্তবভিত্তিক রায়-পূর্ববর্তী প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে পারে;

খ) একজন উইটনেস কেয়ার অফিসার ভুক্তভোগীকে জিজ্ঞেস করেন অথবা একজন পুলিশ অফিসার বা তদন্তকারী কর্তৃক জিজ্ঞেস করান তারা ভিক্টিম পার্সোনাল স্টেটমেন্ট বা ভুক্তভোগীর ব্যক্তিগত বিবরণ দাখিল করতে বা পূর্বের দাখিলকৃতটি হালনাগাদ করতে ইচ্ছুক কিনা;

গ) যে সকল মামলায় শাস্তির রায় ঘোষণার বিষয়টি জটিল বা অপরিচিত হতে পারে, বা যেক্ষেত্রে আদালত আমাদের করতে বলে, সেক্ষেত্রে আমরা শাস্তির সম্পর্কিত বিধানসমূহ ও নির্দেশাবলী, যে কোন বিদ্যমান সহায়ক আদেশ এবং আদালতের নিকট অজানা থেকে যাওয়া অন্য কোন সম্পর্কিত তথ্যসমূহ তুলে ধরে দাখিল করার মত একটি লিখিত প্রতিবেদন প্রস্তুত করি; এবং

ঘ) যেক্ষেত্রে প্রয়োজন, যে কোন উপযুক্ত সহায়ক আদেশ, যেমন সমাজ-বিরোধী আচরণ আদেশ, বা আটকের আদেশ জারীর জন্য আমরা লিখিত আবেদন প্রস্তুত করি।

9.3 শুনানিতে অ্যাডভোকেট:

ক) বাদীপক্ষের মামলা হতে পরিলক্ষিত অপরাধের যে কোন অবনতিশীল বৈশিষ্ট্য বা উপশমকারী উপাদানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে আদালতের নিকট মামলার ঘটনাবলীর রূপরেখা তুলে ধরেন;

খ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, আদালতকে অন্যান্য এমন সব অপরাধের একটি তালিকা প্রদান করেন যেগুলো বিবেচ্য হোক বলে বিবাদী ইচ্ছা প্রকাশ করেন, যেন আদালত রায়ে[১৯] তার প্রতিফলন ঘটাতে পারে;

গ) অপরাধীর বিরুদ্ধে পূর্বে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার ঘটনা, সাধারণ সতর্কতা[২০] বা শর্তযুক্ত সতর্কতা সম্পর্কে আদালতকে অবহিত করেন, যেখানে একই ধরণের অপরাধগুলোর ব্যাপার বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়;

---

[১৮] *The Attorney General's Guidelines on The Acceptance of Pleas and the Prosecutor's Role in the Sentencing Process* এ বিষয়ে আদালত, প্রসিকিউটর, বিবাদীপক্ষের আইনজীবি এবং জনসাধারণকে বিস্তারিত নির্দেশনা প্রদান করে। এটি www.attorneygeneral.gov.uk ওয়েবসাইটে বা অনুরোধক্রমে পাওয়া যায় (বিস্তারিত জানতে পেছনের মোড়ক দেখুন)।

[১৯] যেক্ষেত্রে বিবাদী এমন কোন দোষ স্বীকার করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপণ করে যা আদালতের বিবেচনায় আনার অনুরোধ জানানোর ইঙ্গিত সে পূর্বে দিয়েছে, প্রসিকিউটরগণ বিবেচনা করেন এ ব্যাপারে তাকে অভিযুক্ত করা হবে কি না, এবং বিবাদী অ্যাডভোকেটের নিকট ব্যাখ্যা করেন যে অপরাধটি আরো পর্যালোচনার আওতাভুক্ত হতে পারে।

[২০] যুবা অপরাধীদের বিরুদ্ধে সাধারণ সতর্কতা জারী করা যাবে না। অবশ্য তাদেরকে তিরস্কার (Reprimand) বা চূড়ান্ত হুঁশিয়ারি (Final Warning) দেওয়া যেতে পারে। এ সকল শাস্তির ক্ষেত্রেও সুবিধার জন্য আলোচ্য মানসমূহে আমরা সতর্কতা কথাটি ব্যবহার করি। যুবা অপরাধীদের বিরুদ্ধে শর্তযুক্ত সতর্কতা জারী করা যেতে পারে।

ঘ) পুলিশ স্টেশনে পরিচালিত যে কোন মাদক পরীক্ষার ফলাফল সম্পর্কে আদালতকে অবহিত করেন; এবং

ঙ) রায়-পূর্ববর্তী প্রতিবেদনটি সাক্ষ্যপ্রমাণের সঠিক মূল্যায়নের ওপর ভিত্তি করে লিখিত কি না তা যাচাই করেন এবং, যদি না হয়, তাহলে তা আদালতের নজরে আনেন।

9.4 অপরাধীর আচরণের প্রভাব সম্পর্কেও অ্যাডভোকেট দৃষ্টি আকর্ষণ করেন:

ক) ভিক্টিম পার্সোনাল স্টেটমেন্ট পাওয়া গেলে তা আদালতে উপস্থাপনের মাধ্যমে;

খ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ভুক্তভোগীকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য অপরাধীর বিরুদ্ধে আদেশ জারীর জন্য আদালতের নিকট অনুরোধ জানিয়ে; এবং

গ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কোন কমিউনিটির বিরুদ্ধে কৃত অপরাধের প্রভাব সংক্রান্ত প্রমাণ পেশ করার মাধ্যমে।

9.5 শাস্তিবিধানের বিদ্যমান সকল বিকল্প আদালত যেন বিবেচনা করে অ্যাডভোকেট তা নিশ্চিত করেন:

ক) আদালতের প্রতি সহায়ক আদেশসমূহ জারীর অনুরোধ জানিয়ে, যেগুলো অপরাধীর ভবিষ্যতে অপরাধ করার সম্ভাবনা কমিয়ে আনতে পারে বা অপরাধের কবল থেকে ভুক্তভোগীকে রক্ষা করতে পারে। এর অর্ন্তভুক্ত রয়েছে সমাজ বিরোধী আচরণ আদেশ (Anti-Social Behaviour Orders), আটকের জন্য আদেশ (Restraining Orders), গাড়ি চালনার যোগ্যতা বাতিল আদেশ এবং যৌন অপরাধ প্রতিরোধ আদেশ (Sexual Offences Prevention Orders);

খ) বিবাদীপক্ষের এমন যে কোন উপশমকারী ব্যবস্থার বিরোধিতা করার মাধ্যমে, যা ভুক্তভোগীর চরিত্রের বিদ্রুপাত্মক ধারণা দেয়, মিথ্যা এবং শাস্তিবিধানের যথাযথ বিবেচনার সঙ্গে সম্পর্কহীন;

গ) মাদক বা অস্ত্রের ন্যায় যে কোন বস্তু যা অপরাধীর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বা অপরাধে ব্যবহৃত হয়েছে তা ধ্বংসের জন্য আদেশ বিবেচনা করতে আদালতের প্রতি অনুরোধ জানিয়ে;

ঘ) সম্পর্কযুক্ত যে কোন আইনগত বিধান, শাস্তিপ্রদানের নীতিমালা এবং নীতিমালার ক্ষেত্রসমূহ, যার অর্ন্তভুক্ত রয়েছে পরিস্থিতি নির্দেশ করা, যেমন কোনক্ষেত্রে অপরাধটি একটি হেইট ক্রাইম বা ঘৃণা অপরাধ, যে ক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী আদালতকে এর আরোপিত শাস্তিতে কোন প্রকার বৃদ্ধি ঘোষণা করতে হবে, এসকল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে আদালতকে সাধারণভাবে শাস্তির রায় প্রদানে সহায়তা করার মাধ্যমে; এবং

ঙ) অনুচ্ছেদ ৯.৩ ও ৯.৫ এর আলোকে শাস্তির যে পরিসরের মধ্যে বর্তমান অপরাধটি পড়ে তা তুলে ধরার মাধ্যমে অ্যাডভোকেট আদালতকে সাহায্য করতে পারেন।

9.6 এছাড়া মামলাটি আদালতে আনার সম্পূর্ণ বা আংশিক খরচ প্রদানের জন্য অপরাধীকে আদেশ প্রদানের অনুরোধ আদালতের প্রতি জানান, যদি না এমনটি না করার পক্ষে ভাল কোন কারণ বিদ্যমান থাকে।

9.7 রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করার ক্ষমতা বাদী পক্ষের নেই। তবে সীমিত সংখ্যক ক্রাউন কোর্ট মামলায়, অ্যাটর্নি জেনারেল রায়টিকে অত্যন্ত অসঙ্গতভাবে উদার হিসেবে উল্লেখ করে - অন্যভাবে বলতে গেলে, বিচারক যৌক্তিকভাবে উপযুক্ত বিবেচনা করছেন এরূপ পরিসরের বাইরে রায়টি পড়ে বলে উল্লেখ করে তা আপীল আদালতে রেফার বা উত্থাপন করতে পারেন। রায় ঘোষণার পর যথাসম্ভব দ্রুত আমরা অ্যাটর্নি জেনারেলকে এটি করতে অনুরোধ জানানোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। অ্যাটর্নি জেনারেল তার নিজ উদ্যোগে বা ভুক্তভোগীর অথবা জনসাধারণের মধ্য থেকে কারো অনুরোধেও রেফার করার কাজটি করতে পারেন। অ্যাটর্নি

জেনারেল যেক্ষেত্রে কোন শাস্তির রায় রেফার করার সিদ্ধান্ত নেন, সেক্ষেত্রে তাকে এটি অবশ্যই রায় ঘোষণার ২৮ দিনের মধ্যে করতে হবে।

9.8 একজন উইটনেস কেয়ার অফিসার ভুক্তভোগীদের ও সাধারণ সাক্ষীদের আদালতের আরোপিত শাস্তির ব্যাপারে স্বল্প সময়ের মধ্যে অবহিত করে, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে শাস্তির রায়ের অর্থটির সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা।

অপরাধের ফলে প্রাপ্ত অর্থ জব্দ

9.9 যেখানে সুনির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে সন্দেহভাজন ব্যক্তি বা বিবাদী তার অপরাধের ফলে আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছে, এবং আশঙ্কা থাকে যে সে সম্পদের ব্যবহার বা মিমাংসা করবে, সেক্ষেত্রে সন্দেহভাজন ব্যক্তি বা বিবাদীকে তার মিমাংসা বা নিষ্পত্তি থেকে বিরত রাখতে পুলিশ বা অন্যান্য তদন্তকারীদের অনুরোধের প্রেক্ষিতে স্বল্প সময়ের মধ্যে আমরা আদালতকে একটি আটক আদেশ (Restraint Order) জারীর অনুরোধ জানাই। কখন আটক আদেশ উপযুক্ত বলে আমরা বিবেচনা করি সে ব্যাপারে পুলিশ বা অন্যান্য তদন্তকারীদের আমরা পরামর্শ প্রদান করি। আদেশ জারীর পর যথাসম্ভব দ্রুত আমরা এর একটি অনুলিপি সন্দেহভাজন ব্যক্তি বা বিবাদীর নিকট এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান যেমন ব্যাংক বা বিল্ডিং সোসাইটি, যারা সন্দেহভাজন ব্যক্তি বা বিবাদীকে তার সম্পদ ব্যবহার থেকে বিরত রাখতে পারে, সেখানে প্রেরণ করি। কখনো কখনো আমাদের পক্ষে এটি করতে পুলিশ বা অন্যান্য তদন্তকারীদের আমরা অনুরোধ জানাই।

9.10 পুলিশ বা অন্যান্য তদন্তকারীদের নিকট থেকে প্রাপ্ত অন্যান্য মামলার ক্ষেত্রেও বিবাদীর অপরাধের ফলে প্রাপ্ত অর্থ জব্দ করার উপযোগী কি না তা আমরা বিবেচনা করি। যদি কোন ক্ষেত্রে তা উপযুক্ত প্রতীয়মান হয়, আদালত কর্তৃক বাজেয়াপ্ত করার মত পর্যাপ্ত সম্পদ তার রয়েছে কি না তা যাচাই করতে আমরা পুলিশ বা অন্যান্য তদন্তকারীদের অনুরোধ জানাই।

9.11 বিবাদী যখন অপরাধী সাব্যস্ত হয়, এবং তার অপরাধের ফলে প্রাপ্ত অর্থ জব্দ করার উপযোগী প্রতীয়মান হয়, সেক্ষেত্রে বাজেয়াপ্ত করার প্রক্রিয়ার একটি সময়সূচী প্রণয়নের জন্য আমরা আদালতের প্রতি অনুরোধ জানাই, যদি না মামলাটি সরল হয়, যেখানে মামলার রায় ও বাজেয়াপ্ত করার আদেশ একই সঙ্গে ঘটতে পারে।

9.12 সময়সূচী প্রণয়নের পর যথাসম্ভব দ্রুততম সময়ে আমরা পুলিশ বা অন্যান্য তদন্তকারীদের অনুরোধ জানাই যেন তারা অপরাধীর আর্থিক সম্পদ ও সম্পত্তির ব্যাপারে তদন্ত চূড়ান্ত করেন।

9.13 বাজেয়াপ্ত করার জন্য শুনানির পূর্বে আমরা আদালত ও অপরাধীকে প্রাপ্ত সম্পদের একটি সারসংক্ষেপ প্রেরণ করি, যেন তার মালিকানা বা মূল্য নিয়ে যে কোন বিবাদ আদালতেই মিটানো যায়। অপরাধী কী পরিমান সম্পদ পরিশোধ করবে তা নির্ধারণের জন্য আমরা আদালতের প্রতি অনুরোধ জানাই।

9.14 কিছু কিছু ক্ষেত্রে আদালতের স্টাফগণ বাজেয়াপ্ত অর্থ সংগ্রহের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হলেও, আরো কঠিন মামলারসমূহের ক্ষেত্রে আমরা এই কাজটি করি; উদাহরণস্বরূপ, যেখানে অর্থ সংগ্রহের জন্য সম্পত্তি বিক্রয় করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে একজন গ্রহীতা (Receiver) নিয়োগের বিষয়টি জড়িত থাকতে পারে।

9.15 যেক্ষেত্রে অপরাধী অর্থ পরিশোধে বিলম্ব করে বা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, সেখানে মামলাটি পুনরায় আদালতে নিতে আমরা আমাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করি।

মান 10:

যখন আমরা মনে করবো আদালত আইনগতভাবে ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, তখন আমাদের আপীল করার অধিকার চর্চা করা উচিত কি না আমরা তা বিবেচনা করবো।

10.1 বাদী পক্ষের আপীল করার সীমিত সুযোগ রয়েছে। নিম্নোক্ত পরিস্থিতিতে আমরা সিদ্ধান্ত নেই আদালতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল করা হবে কি না:

ক) তাৎক্ষণিকভাবে, গুরুতর মামলাগুলোতে যেখানে ম্যাজিস্ট্রেটগণ জামিন মঞ্জুর করেন এবং আমরা বিবেচনা করি ক্রাউন কোর্টের একজন বিচারক কর্তৃক জামিনের পুনর্বিবেচনা না হওয়া পর্যন্ত বিবাদী হেফাজতে থাকবে কি না;

খ) ২৪ ঘন্টার মধ্যে, চীফ ক্রাউন প্রসিকিউটর বা সংশ্লিষ্ট হেডকোয়ার্টার্স ডিভিশন-এর প্রধানের অনুমোদনক্রমে, যেখানে জুরি কর্তৃক সাক্ষ্যপ্রমাণ বিবেচনার পূর্বে কোন বিচারক মামলা থামিয়ে দেন, যাতে আপীল আদালত কর্তৃক যত শীঘ্র সম্ভব মামলাটির পুনর্বিবেচনা করা যায়; এবং

গ) সীমিত সংখ্যক মামলায় রায় ঘোষণার পর কঠোর সময়সীমার মধ্যে, যেখানে আমরা রায়টিকে অত্যন্ত অসঙ্গতভাবে উদার হিসেবে উল্লেখ করে তা আপীল আদালতে রেফার বা উত্থাপন করার জন্য অ্যাটর্নি জেনারেলকে অনুরোধ জানাই। আমরা মামলাটি অ্যাটর্নি জেনারেল-এর নিকটও রেফার করবো যদি কেউ বলে যে তাদের বিশ্বাস রায়টি অত্যন্ত অসঙ্গতভাবে উদার, যদি না আমরা অন্যথা মনে করি, সেক্ষেত্রে আমরা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অ্যাটর্নি জেনারেল-এর নিকট সরাসরি তার অভিযোগ পেশ করার অধিকারের বিষয়টি জানাই। আমরা ভুক্তভোগী বা তার পরিবারকেও জানাই যে রায়ের বিষয়টি আপীল আদালতে রেফার করার জন্য সরাসরি অ্যাটর্নি জেনারেলকে অনুরোধ জানানোর অধিকার তাদের রয়েছে।

10.2 অন্যান্য কতগুলো আপীল ব্যবহারের কথাও আমরা বিবেচনা করি, যেখানে আমরা মনে করি যে আদালত সঠিক পদ্ধতি ব্যবহার করেনি, এমন সিদ্ধান্তগ্রহণ করেছে যা অত্যন্ত গুরুতরভাবে ভুল, অথবা উচ্চতর আদালত কর্তৃক আইনের ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

10.3 যেক্ষেত্রে বিবাদী আদালতের কোন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল করে, সেক্ষেত্রে আমাদের প্রতিনিধিত্ব করতে বা আদালতকে সহায়তা করতে আমরা একজন অ্যাডভোকেট নিযুক্ত করি, এর ব্যতিক্রম হচ্ছে আপীল আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল, যখন আমরা উপস্থিত হবো যদি তা করার মত বাধ্যতামূলক কারণ থাকে।

10.4 যখন আপীল আদালত কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, এবং আমরা সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পুনরায় আপীল করতে চাই, সেক্ষেত্রে আমরা আপীল আদালতকে এই মর্মে ঘোষণা প্রদানের আবেদন জানানোর সিদ্ধান্ত নেই যে, মামলাটিতে আইনের জনগুরুত্বসম্পন্ন এমন বিষয় রয়েছে যা সুপ্রীম কোর্টে নির্ধারিত হতে হবে। আমরা সুপ্রীম কোর্টেও উপস্থিত হয়ে বিবাদী কর্তৃক আনীত মামলাসমূহের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে আদালতকে সাহায্য করবো।

10.5 যে কোন আপীলের অগ্রগতি সম্পর্কে আমরা ভুক্তভোগীদের অবগত রাখি, এবং তাদের ওপর আদালতের সিদ্ধান্তের প্রভাব ব্যাখ্যা করি।

মান 11:

আমাদের সিদ্ধান্ত ও পরিষেবাসমূহের ব্যাপারে উত্থাপিত অভিযোগগুলো নিয়ে আমরা দ্রুত এবং খোলাখুলিভাবে কাজ করবো।

11.1 আমাদের প্রদান করা পরিষেবার মান সংক্রান্ত অভিযোগ নিয়ে আমরা যত দ্রুত সম্ভব কাজ করার লক্ষ্য পোষণ করি।

11.2 যদি আমরা তাৎক্ষণিকভাবে অভিযোগ নিষ্পত্তি করতে পারি, তাহলে আমরা তা করবো; তা না হলে, অভিযোগটি আনুষ্ঠানিকভাবে রেকর্ডভুক্ত করা হবে এবং প্রাথমিকভাবে স্থানীয় পর্যায় থেকে শুরু করে ধারাবাহিকভাবে তা নিয়ে কাজ করা হবে।

11.3 আমরা অভিযোগসমূহ প্রতিটি স্তরে সম্ভব দ্রুততম সময়ে রেকর্ডভুক্ত ও প্রাপ্তিস্বীকার করি, এবং একটি কঠোর সময়সীমার মধ্যে সম্ভব দ্রুততম সময়ে পূর্ণ ফলাফল প্রদান করি।

11.4 সংশ্লিষ্ট ঘটনা ঘটবার 6 মাসেরও অধিক সময় পরে আনীত অভিযোগ গ্রহণে আমরা অস্বীকৃতি জ্ঞাপণ করি, যদি না বিলম্বের ভালো কোন কারণ থাকে।

11.5 আমরা পরিভাষা ও টেকনিক্যাল শব্দ এড়িয়ে খোলাখুলি ও আন্তরিকভাবে অভিযোগসমূহ বিবেচনা করি, যাতে উল্লেখযোগ্য সকল বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ জবাব দেওয়া হয়। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, আমরা দোষ স্বীকার করি এবং ক্ষমা প্রার্থনা করি। অর্জিত শিক্ষা এবং ঘটনার পুনরাবৃত্তি এড়াতে গৃহীত যে কোন পদক্ষেপও আমরা তুলে ধরি।

11.6 যেখানে অভিযোগটি অন্য কোন এজেন্সির বিষয়াদি উত্থাপন করে, যেমন পুলিশ বা আদালত, সেক্ষেত্রে আমরা সংশ্লিষ্ট এজেন্সির সাথে আমাদের জবাবের ঐকমত্য সাধনের চেষ্টা করি, বা তাদের সঙ্গে এই মর্মে সম্মতি অর্জন করি যে তারা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরাসরি জবাব প্রদান করবে এবং অভিযোগকারীকে জানিয়ে দেই কে জবাব প্রদান করবে।

মান 12:

কমিউনিটিসমূহের সঙ্গে আমরা সম্পৃক্ত থাকবো, যাতে করে আমাদের সিদ্ধান্তগ্রহণের সময় তাদের উদ্বেগ সম্পর্কে আমরা অবহিত থাকি

12.1 আমাদের স্থানীয় কমিউনিটিসমূহের নিকট আমরা আমাদের ভূমিকা ব্যাখ্যা করি এবং কমিউনিটি গ্রুপ ও প্যানেলসমূহে আমদের প্রাধান্য কী হবে সে সম্পর্কে পরামর্শ করি।

12.2 আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং মামলা নিষ্পত্তি প্রক্রিয়াকে কমিউনিটিসমূহ সম্ভাব্য যেভাবে দেখতে পারে সে সম্পর্কে গ্রুপ এবং স্ক্রুটিনি প্যানেলসমূহ[২১] মতামত প্রদান করে।

12.3 আমাদের মামলাসমূহ আমরা কিভাবে পরিচালনা করি তা পর্য্যালোচনায় আমরা ফীডব্যাক বা মতামত ব্যবহার করি।

12.4 নেইবারহুড বা পারিপার্শ্বিক এলাকা এবং কমিউনিটিসমূহে সৃষ্ট অগ্রগণ্য বিষয়সমূহের, যেমন সমাজ-বিরোধী কার্য্যকলাপের, প্রতি সাড়া প্রদান করতে আমরা পুলিশ ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মিলে কাজ করি।

[২১] এ সকল গ্রুপ ও প্যানেলসমূহ সম্পর্কে আপনি আরো বিস্তারিত পেতে পারেন আমাদের ওয়েবসাইটে (www.cps.gov.uk) বা অনুরোধসাপেক্ষে (পেছনের মোড়ক দেখুন)।

এটি একটি সরকারী দলিল।

এই ডকুমেন্টের আরো কপি ও অন্য কোন ভাষা বা ফরম্যাটে এটি পাবেন এখান থেকে:

CPS Communication Division
Rose Court
2 Southwark Bridge
London SE1 9HS

Email: publicity.branch@cps.gsi.gov.uk

ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস (**Crown Prosecution Service**)-এর ব্যাপারে তথ্যের জন্য এবং এই পলিসির ইলেক্ট্রনিক কপি দেখতে বা ডাউনলোড করতে চাইলে অনুগ্রহ করে আমাদের ওয়েবসাইটে যান:

www.cps.gov.uk

© Crown Copyright 2010
Printed by Blackburns of Bolton